মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ।



শ্রীদুর্গাবর মজুমদার
শিক্ষক, মিউনিসিপাল উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়
প্রণীত।

চট্টগ্রাম।

১৯২৬ইং।

মূল্য আট আনা মাত্র।



মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ।

ভূমিকা।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর। জগৎও অলীক। তাহা হইলেও প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হইবে। ভগবান্ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তিনি সমস্ত কার্য্যগুলি করাইয়া লন। পৃথিবীতে যখন লোক স্বার্থপর ও ধর্ম্মদ্বেষী হয়, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন অথবা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে এমন লোক সমুদয় জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের পূত জীবনচরিত আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের মহাত্মা ষষ্ঠীচরণও এবম্বিধজনের অন্যতম। তাঁহার অলোকসামান্য জীবনী পাঠ করিতে করিতে পাঠক মহাশয়গণ বুঝিতে পারিবেন তিনি কতকগুলি সদ্‌গুণের আদর্শ ছিলেন! যে গুণাবলীর দ্বারা অন্বিত হইলে মানুষ মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারে, তাদৃশ অনেকগুলি গুণ তাঁহার ছিল। তিনি যদি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ না করিয়া কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিতেন, অথবা কলিকাতায় জন্মগ্রহণ না করিয়া লণ্ডন মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইয়োরোপের নিয়মানুসারে তিনি আজ মহাপুরুষদের মধ্যে স্থান পাইতেন। কেহ সাধু বলিতেন, কেহ বিশ্ব-প্রেমিক বলিতেন আর কেহ বা মহাত্মা বলিতেন। ভগবানের সৃষ্ট জিনিষ দিয়াই ভগবান্‌কে পূজা করা হয়। আমরাও মহাত্মা ষষ্ঠীচরণের জীবনী আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি।

ইতি—

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ পত্র।

মালাকার কুসুমচয়ন করিয়া মালা প্রস্তুত করে। বাগান হইতে কুসুম চয়ন করা হয়। মালাকারের কৃতিত্ব হইতে যিনি বাগান সাজাইয়া রাখেন তাঁহার প্রশংসা বেশী। এই জন্যই এই পুস্তকখানা আমি চট্টগ্রামের শিক্ষাগুরু ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ও তদীয় উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ৺দয়াময়ী দেবী মহাশয়ার হস্তে উৎসর্গ করিলাম। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণ বাবু অনেক যত্ন সহকারে ষষ্ঠীচরণের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি ইংরেজীতে ষষ্ঠীচরণের জীবনীও লিখিয়াছেন। তবে অনেকগুলি কারণে ঐ পুস্তকের প্রকাশ বর্ত্তমানে স্থগিত রহিল। আমি ঐ পুস্তক হইতে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লইয়া এবং ষষ্ঠীচরণের যেসমস্ত পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমার এই পুস্তকখানা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

ইতি—

গ্রন্থকার।

-:(*):-

মহাত্মা সতীচন্দ্র।

বংশ পরিচয়।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতের বিজয়লক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী হইবেন স্থির ছিল না, যখন কি ইংরেজ, কি মহারাষ্ট্র, কি মোগল, কি আফগান এবং কি ফরাসী প্রত্যেকেই ভারতে প্রাধান্য স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যখন গৃহবিবাদে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল, তখন চন্দননগরের অন্তঃপাতী চিত্রপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ দেববংশে মাণিকরাম জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের কায়স্থ দেব বংশ এক সময়ে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। মাণিক রামের পিতামহ একজন নায়েব ছিলেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু মাণিকের পিতা ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। মাণিকরামের পিতা অবশ্য সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পারস্য ভাষায় মুন্সী ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। মাণিকরাম অধ্যবসায়ের দ্বারা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করেন এবং নিজেও কিছু কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে থাকেন।

হুগলীর নেজামত আলী মোহাম্মদ খাঁ চট্টগ্রামের নায়েব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক বার মাণিকরামের গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। প্রতিভা থাকিলে তাহা একদিন না একদিন ছড়াইয়া পড়িবে।

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নব-নিয়োজিত নায়েব বড়ই অসুবিধায় পড়িলেন। তখন চট্টগ্রামে আসিবার পথ বড়ই দুর্গম ছিল। পথে চোর ডাকাতের ভয়, চট্টগ্রামেও কুকী ও মগের উৎপাত। হিসাব নিকাশের সুবিধার জন্য মোহাম্মদ আলী একজন হিন্দু কর্ম্মচারীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মাণিকরামের কথা মনে করিলেন। কি রাজ্য শাসনে, কি যুদ্ধ পরিচালনায়, সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান নৃপতিগণ হিন্দু মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে মহামহিমান্বিত আকবর সাহ, মানসিং ও টোড়র মল্লের বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে স্বীয় সাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিতে সক্ষম ছিলেন। আলী, মাণিকরামের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনাইলেন। মাণিকরামকে দেখিয়া আলী মোহাম্মদ বলিলেন—আমি বহুবার তোমার গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছি। আমি চট্টগ্রামের নায়েব নিযুক্ত হইয়াছি। তোমাকে আমার সঙ্গে কেরাণী হইয়া যাইতে হইবে। তোমার উজ্জল চক্ষুদ্বয় ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া আমার মনে হইতেছে তুমি আমার উপযুক্ত পরামর্শদাতা হইবে।

মাণিকরাম এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এবং বাড়ী ফিরিয়া গিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মাণিকের মাতা ও পিতা উভয়েই অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। মাণিক তাঁহার ছোট ভাইকে কোন রকমে বুঝাইয়া তাহারও অভিমত পাইলেন; তিনি নিজের জন্য সামান্য মাত্র সম্পত্তি রাখিয়া, আর বিষয়াদি তাঁহার ছোট ভাইকে উইল করিয়া দিলেন। তারপর এক শুভদিনে, চণ্ডীচরণ নামে জনৈক পুরোহিত, মদন নামে এক পরমাণিক এবং জয়গোপাল নামে জনৈক ভৃত্য লইয়া ১৬৮৮ সনে, মাণিক চন্দননগর হইতে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় আলী মোহাম্মদ

খাঁ নেজামতের সঙ্গে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। আলী মোহম্মদ ও মাণিক এবং তাঁহাদের সহচরবর্গ কখনও পদব্রজে আর আর কখনও নৌকাযোগে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে দশ দিনে চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলী মোহাম্মদ চট্টগ্রামে পঁহুছিয়াই মাণিকরামকে খাগড়িয়া প্রভৃতি ১২টী গ্রামের উপর "মজুমদার" নিযুক্ত করেন। খাগড়িয়া প্রভৃতি ১২টী গ্রাম এখন সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত। নায়েব, মাণিকরামের কার্য্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি মাণিককে "মজুমদার" হইতে "নায়েব দেওয়ানের" পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই নব নিয়োগে মাণিক ১৫টী গ্রামের রাজস্ব উসুল করিবার ভার পাইলেন। এখন হইতে মাণিককে, মাণিকরাম নায়েব দেওয়াঞ্জী বলা হইত। কালক্রমে মাণিকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, নায়েব আলী মোহাম্মদ তাঁহাকে "রায়" অর্থাৎ জমিদার উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং খাগড়িয়া গ্রাম জায়গীরস্বরূপ দান করিলেন। এখন মাণিকরামকে "রায় মাণিকরাম দেব মজুমদার নায়েব দেওয়াঞ্জী" বলা হইত। মাণিকরাম খাগড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। তিনি সত্যবতী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাণিকরাম একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। ইহার আয়তন প্রায় ছয় কাণি। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে তিনি সুবৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ পুষ্করিণীকে এখন লোকে "মাণিক রায়ের পুনি" বলে। তাঁহার নয়টী সুসন্তান জন্মে। তাঁহাদের নাম যথা:—

নিধিবর রায়, উদয়বর রায়, ফুলবর, গোবিন্দরাম, ভবানীচরণ, লক্ষ্মণ, শিবরাম, কমলকুমার রায় ও শান্তিরাম রায়। মাণিক রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার ছেলেরা বিষয়াদি লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। এই

নয় জনের মধ্যে চতুর্থ সন্তান গোবিন্দরাম সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি শুধু তাঁহার অংশের অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া, চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে চলিয়া আসেন। এই গ্রামে মাণিকরামের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এই সব সম্পত্তি গোবিন্দরাম দখল করিয়া বসিলেন এবং এই গ্রামে তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিলেন। তিনি নবাবী আমলে চট্টগ্রামস্থ খাসমহাল আফিসের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি পটীয়ার নিকটবর্ত্তী কিছু স্থান সংগ্রহ করিয়া আবাদ করেন; ঐ স্থানটি 'গোবিন্দের খিল' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কালক্রমে 'গোবিন্দের খিলের' স্থানে উহা এখন 'গোবিন্দার খিল' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 'গোবিন্দার খিল' এখন একটি সুন্দর গ্রাম। এই গোবিন্দরাম পটীয়া থানার অন্তর্গত গুয়াদণ্ডী গ্রামে একটী দীঘী খনন করান। ইহা "মজুমদারের দীঘী" নামে খ্যাত হইয়াছে। ষষ্টীচরণ এই গোবিন্দরামের বংশধর। মাণিকরামের পঞ্চম পুত্র ভবানীচরণ ও ষষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ স্বীয় স্বীয় নামে খাগড়িয়া গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করাইয়া গিয়াছেন। এখনও উক্ত গ্রামে "ভবানী মজুমদারের দীঘী" ও "লখাই মজুমদারের দীঘী" বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মাণিকরামের বংশধরদের মধ্যে বসন্তকুমার রায় ও নরোত্তম রায় এই দুই ভ্রাতা খাগড়িয়া গ্রামে ৩৯০ নং বসন্ত-নরোত্তম তরফ সৃষ্টি করেন। ঐ তরফের বর্ত্তমান নম্বর ৫৬২ মাণিকরামের পুত্রদের মধ্যে যাঁহারা খাগড়িয়া গ্রামে ছিলেন, তাঁহাদের বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। কালক্রমে আবার যখন তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল, তখন কয়েকজন তাঁহাদের পৈত্রিক বাসভূমি চন্দননগরে ফিরিয়া গেলেন।

গোবিন্দরাম এখন বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবও বেশ জুটিতে লাগিল। সকালে, বৈকালে তাঁহার বাড়ীতে লোকের বেশ জমায়েত হইত। হিন্দুর ঘরে প্রচলিত দোল, দুর্গোৎসবাদি তিনি সমারোহের সহিত সম্পাদন করিতেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় একমাত্র পুত্র মাগনচন্দ্র বিষয় বুদ্ধির অভাবে সমস্ত বিষয় হারাইয়া ফেলিলেন। তখন গত্যন্তর না পাইয়া, গোবিন্দরামের পৌত্র পরশুরাম জনৈক তর্কপঞ্চাননের নিকট কিছুকাল সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, কবিরাজী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি প্রায় এক শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দয়ারাম, দয়ারামের পুত্র অনন্তরাম, অনন্তরামের পুত্র রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পুত্র রামবল্লভ এবং রামবল্লভের পুত্র কালিদাস ইঁহারা সকলেই পুরুষানুক্রমে কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন। কালিদাস রামবল্লভের এক মাত্র ছেলে ছিলেন। কালিদাসের পিতামহ রামপ্রসাদের আরও ছয়জন ভাই ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ নামে একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। কালিদাসের রামলোচন ও ত্রিলোক নামে আরও দুই খুড়তুতো ভাই ছিলেন। কালিদাস অল্প বয়সে মাতাপিতা হারা হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কালিদাসকে সময়ে সময়ে অধ্যাপকের বাড়ীতে রান্নাও করিতে হইত। কালিদাস অধ্যাপকের বাড়ীতে শুধু খোরাকী পাইতেন। বাড়ী থেকে কিছুই পাইতেন না। কাজেই তাঁহার পোষাকাদির জন্য তিনি পুঁথিগুলি নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন। তাহাতে তাঁহার হাত খরচ চলিয়া যাইত। তাঁহার হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। এখনও তাঁহার বংশধরদের নিকট তাঁহার হস্তলিখিত অনেক পুঁথি আছে। ২২ বৎসর বয়সে কালিদাস দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্রই রামলোচন তাঁহাকে কর্জ্জের একটা মিথ্যা হিসাব দিলেন। কিন্তু এই দিকে রামলোচন শ্বশুরের নামে উচ্চহারে মহাজনি করিতেন এই কথাও কালিদাস জানিতে পারিলেন। জানিয়াও কিছু বলিলেন না। রামলোচন কালিদাস হইতে বয়সে ছয় মাসের ছোট ছিলেন। রামলোচন পাড়ার প্রধান প্রধান লোক জনকে ডাকাইয়া সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সমান তিনভাগ করিলেন। কালিদাস স্বীয় ভাগের সম্পত্তি আবার তিন ভাগ করিয়া, দুই ভাগ দ্বারা তাঁহার ও ত্রিলোকের অংশের ঋণ শোধ করিলেন এবং অপর একভাগও ত্রিলোককে দান করিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ দানে ও দেবোপম চরিত্রে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কালিদাস তাঁহার অধ্যাপকের আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া, পৈত্রিক কয়েকখানা পুঁথি মাত্র সম্বল লইয়া পৈত্রিক কবিরাজী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সরলতা ও দানের অনেক গল্প সুচক্রদণ্ডী গ্রামে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিতেছি। সুচক্রদণ্ডী গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি দ্বিপ্রহরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কালিদাসের নিকট অশ্রুপূর্ণ লোচনে একটি কাঠের সিন্দুক চাহিলেন। পাঠকবর্গ জানেন কালিদাস দানপত্র করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথাপি ব্রাহ্মণের চোখে জল দেখিয়া তখন তখন বাড়ীতে আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি পনর টাকা কোন রকমে সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণও সন্তুষ্ট হইয়া, দুই হাত তুলিয়া কালিদাসকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তার পর ২।১ দিন পরে কালিদাস পুঁথিগুলি লইয়া মুখে "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" বলিতে বলিতে ত্রিলোকের মাতার পদধুলি গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের চতুর্দ্দিকে সাতবার

ঘুরিয়া, এবং প্রতিবার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভিন্ন গ্রামে কবিরাজী করিতে বহির্গত হইলেন। কালিদাস এখন পথের ভিখারী। একমাত্র কবিরাজী ব্যবসায়ই সম্বল। বাড়ী নাই। বিষয় সম্পদ্ কিছুই নাই। আছে কেবল ধর্ম্মে মতি; আর হৃদয়ে সরলতা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে কালিদাস অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। জগদীশ বিশ্বাস নামে সুচক্রদণ্ডীর জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক, কালিদাসের গুণপনার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়ব্রতী নাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কালিদাসও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কোন এক শুভ দিনে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। কালিদাস ও সুচক্র দণ্ডীর মধ্যভাগে জগদীশ বিশ্বাসের বাড়ীর উত্তর দিকে এক মনোজ্ঞ বাড়ী তৈয়ার করিলেন। প্রিয়ব্রতী অশেষ গুণবতী ছিলেন। তিনি শৈশবে মাতা পিতার আদরের পাত্র ছিলেন। তাঁহার সমবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি রন্ধন কার্য্যে ও পরিবেশনে অন্নপূর্ণা সমা ছিলেন। স্থূল কথায় প্রিয়ব্রতী কয়েক গ্রামের মধ্যে আদর্শ রমণী ছিলেন। এই বিবাহে কালিদাস কিছু ভূসম্পত্তি ও যৌতুকস্বরূপ পাইয়াছিলেন। কালিদাসের সদ্গুণের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। বিবাহের পর হইতে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দোল দুর্গোৎসবাদিতে বিশেষ অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। দেব দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি স্বীয় গ্রামে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন এবং ভিন্ন গ্রামের ও ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্যক্তি এবং স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট হইতে অর্থ লইতেন না। তিনি প্রতিমাসে যত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তত আনা পয়সা গরীব ছাত্রদিগের মাহিয়ানা স্বরূপ দান করিতেন। কথিত আছে, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে কোন জিনিষ

নিবেদন না করিয়া তিনি তাহা খাইতেন না। চড়কপূজা উপলক্ষে, ১লা বৈশাখে, তিনি একটি মেলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি "জয়লাকুমারীর মন্দির" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 'সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির' হইতে প্রকাশিত ও সমালোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি "কালিদাস বৈদ্য কৃত" বলিয়া লিখিত আছে। কালিদাস কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, তজ্জন্য দেশে তিনি কালিদাস বৈদ্য নামে সুপরিচিত ছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণের নামের সঙ্গে 'বৈদ্য' শব্দ যোগ করা হয়। 'দেব' এই বংশের কুলগত উপাধি 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি; 'বৈদ্য' ইঁহাদের ব্যবসায়গত উপাধি।

জন্ম ও বাল্যকাল।

বৎসরের পর বৎসর করিয়া ১৫ বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু প্রিয়ব্রতীর কোন সন্তান জন্মিল না। প্রিয়ব্রতীর মাতা ইহাতে বড়ই দুঃখিতা ছিলেন। তিনি দেবার্চ্চনাদি ও মানতাদিতে যথেষ্ঠ পয়সা ব্যয় করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। শেষে প্রিয়ব্রতীর মাতা হতাশের শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চণ্ডীমণ্ডপের নিকট গিয়া চণ্ডীমার নিকট কান্দিয়া ফেলিলেন। সেই দিন ১লা বৈশাখ। তিনি মানত করিলেন—"যদি প্রিয়ব্রতীর গর্ভে এক বৎসরের মধ্যে কোন সুসন্তান

জন্মে তাহা হইলে আমি শিব ও গৌরীর আরাধনা করিব।" বলা বাহুল্য সেই রাত্রেই গর্ভের সঞ্চার হইল। সেই দিন প্রিয়ব্রতীর ঋতু স্নানের পর ষষ্ঠ দিবস। দেখিতে দেখিতে প্রিয়ব্রতীর সমস্ত দোহদলক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রিয়ব্রতীর মাতার এখন আনন্দ উছলিয়া পড়িতে লাগিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই চৈত্র রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ষষ্ঠীচরণ ভূমিষ্ঠ হন। এই দিন চট্টগ্রামের একটি গৌরবের দিন। ১লা বৈশাখে চড়ক পূজা হইল। মেলা বসিল। এখনও ঐ পূজা ও মেলা চলিয়া আসিতেছে। কালিদাসের বাড়ীতে আর আনন্দ ধরে না। এক সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা শিশু ষষ্ঠীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণাদি দেখিয়া ও কোষ্ঠি বিচার করিয়া বলিলেন—এই শিশু একদিন দিক্‌পাল হইবে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাহাকে কোলে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। ৬ষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পাদিত হইল। তার কিছুকাল পরে হামাগুড়ি দিতে লাগিল ও অস্ফুট ভাবে কত শব্দ উচ্চারণ করিত। ইহাতে সকলেই আনন্দ পাইত। পঞ্চম বৎসর বয়সে ষষ্ঠীচরণের হাতে খড়ি দেওয়া হইল। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ষষ্ঠীচরণ পাঠশালার পড়া সমাপ্ত করিলেন। তারপর জনৈক মুসলমান মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু উক্ত মৌলভী যাহা তাহা গালাগালি করিতেন বলিয়া এবং মূল বিষয়ের বিপরীত অর্থ বুঝাইতেন বলিয়া ষষ্ঠীচরণ পারস্য ভাষা আর অধিক দিন না পড়িয়া সংস্কৃত ভাষা পড়িতে লাগিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলে বেলায় তাঁহার নিকট যথেষ্ট গোঁড়ামি ছিল। তিনি একগুঁয়েও ছিলেন। ছেলে বেলার এই বদ্ধভাব তাঁহার উত্তর কালে সৎসাহসে পরিণত হইয়াছিল। এই সৎসাহসের গুণে তিনি অমরনাথ হইতে কুমারিকা, এবং পুরী হইতে সোমনাথ

সর্ব্বত্র একাকী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন্। এই সৎসাহসের বলেই, তিনি ভারতবর্ষের অনেক রাজন্যবর্গের অধীনে গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের গৃহচিকিৎসক ও এ, ডি, কং (নর্ম্মসচিব) হইয়াছিলেন। ছেলে বেলায় এক দিন তাঁহার দুই জন বাল্য বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে কোন একটি বিষয় মীমাংসা করিতে বলেন। তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেন। তাঁহার মীমাংসা মত কার্য্য করিতে একজন অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তিনি রাগান্ধ হইয়া কাংস্য পাত্র নিক্ষেপ করেন। ইহাতে উক্ত বন্ধুর দক্ষিণ পায়ের গোঁড়ালি কাটিয়া যায়। ষষ্ঠীচরণ এই অপরাধের জন্য বিশেষ ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। আর এক দিন ছেলে বেলায় কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া একটী বড় পুকুরে সাঁতার কাটিতে গিয়াছিলেন। সকলেই কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই ফিরিলেন না; এবং সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া পুকুরের অপর পারে সাঁতার কাটিয়া উপস্থিত হইলেন। এবম্বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প হইতে আমরা ষষ্ঠীচরণের মনের দৃঢ়তা ও সৎসাহসের পরিচয় পাই। ১১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কবিরাজী করিবার উপযোগী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি ১২ (বার) বৎসর বয়সে "জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শৈশবেও আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই। প্রিয়ব্রতীর মাতার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। ষষ্ঠীচরণকে বিবাহ করাইতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইল। প্রথমে কালিদাস ও তদীয় পত্নী মত দিয়াছিলেন না। শেষে বাধ্য হইয়া মত দিলেন। ষষ্ঠীচরণের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১১ বৎসর ও তদীয় পত্নী সুরূপার বয়স ছিল ৬ বৎসর। বিবাহের পর ষষ্ঠীচরণ আরও

কিছুকাল কবিরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যও পড়িতেন। কালিদাসের আরও পাঁচটী সন্তান জন্মিয়াছিল। সাংসারিক খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। কাজেই কালিদাস একা সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিতে বেগ পাইতেন। তিনি ষষ্ঠীচরণকে কবিরাজী ব্যবসায় করিতে আদেশ দিলেন। ষষ্ঠীচরণও চট্টগ্রাম সহরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। চট্টগ্রাম সহরে তিনি কিছুকাল তত্রত্য জজ আদালতের প্রসিদ্ধ, পূত-চরিত্র ও সাধুহৃদয় উকিল গোলকচন্দ্র নন্দীর বাসায় ছিলেন। ইনি গোলক পেস্কার নামেই বেশী সুপরিচিত। এইখানে ষষ্ঠীচরণ বেশ আয় করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ষষ্ঠীচরণ চট্টগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ হইয়াছিলেন।

—:*:—

চট্টগ্রাম সহরে ব্যবসায় উপলক্ষে অবস্থান।

চট্টগ্রাম সহরে ষষ্ঠীচরণ অনেক টাকা উপার্জ্জন করিলেও তিনি তাঁহার পিতাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেন না; কারণ সাধু, সন্ন্যাসী ও ফকিরকে তিনি সমস্ত টাকা দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দানের কার্য্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে যতক্ষণ তিনি দান করিতে করিতে রিক্তহস্ত না হইবেন, ততক্ষণ তাঁহার নূতন সূত্রে

অর্থাগম হইবে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তিনি স্বীয় জীবনে পাইয়াছিলেন ষষ্ঠীচরণের আয় বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু কালিদাসের সাংসারিক অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। ষষ্ঠীচরণ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে নর-দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সাধুদের আশীর্ব্বাদে তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পিতার অর্থাভাব দূর করিবার জন্য তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন উকিলের সংখ্যা খুব কম ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যতীত আর কেহ লেখা পড়া করিত না। সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিত। বর্ত্তমানের ন্যায় তখন অন্নকষ্ট ছিল না। অতিথিকে তখন দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হইত। সরলতা তখন সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। বিলাসিতা ছিল না। মোটা ভাত কাপড়ে দিন কাটাইত। ষষ্ঠীচরণের পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। ষষ্ঠীচরণ বিশেষভাবে পরিশ্রম করিয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ বাহাদুর ৮।১০টি প্রশ্ন করিয়া জেলা জজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। জেলা জজ পরীক্ষার্থীদিগকে ডাকাইয়া লেখা পরীক্ষা নিতেন। তখন শতকরা ৯০ জনের উপর পাশ হইত। সেই বারের পরীক্ষক জেলা জজ [illegible]। ষষ্ঠীচরণ এক বৎসর পূর্ব্বে জজ বাহাদুরকে কামলা (jaundice) রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করান। ষষ্ঠীচরণ ওকালতী পরীক্ষা পাশ করিলেন। পরীক্ষা পাশ করিলেন বটে, কিন্তু একদিনও ওকালতী না করিয়া, পুনরায় স্বীয় পৈত্রিক ব্যবসায় কবিরাজী আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর, তখন তিনি ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরী দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মাতা পিতার অজ্ঞাতসারে তিনি বুলকব্রাদার্সের কোন জাহাজে করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়াই চট্টগ্রামস্থ নয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী যাত্রামোহন বিশ্বাসের ভবানীপুরস্থ বাসায় উপস্থিত

হইলেন। দুই জনের মধ্যে পূর্ব্বে কখনও পরিচয় ছিল না, তথাপি হঠাৎ দেখা হইবা মাত্র দুই জন, দুই জনের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন। দুই জনেই শ্রীশ্রীজয়কালী বাড়ীতে গিয়া, গঙ্গার জল হাতে নিয়া আজীবন বন্ধুভাবে থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই দিকে ষষ্ঠীচরণের পলায়নের সংবাদ যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন সকলেই দুঃখে কান্দিয়া ফেলিলেন। ষষ্ঠীচরণের পিতা কালিদাসও কান্দিয়া ফেলিলেন। প্রিয়ব্রতী ও তাঁহার মাতা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন বলিয়া মানত করিলেন। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এক মাস সকলেই মনঃকষ্টে ও নানা দুশ্চিন্তায় কাটাইলেন। এক মাস পরে কালিদাসের নামে একখানা বেয়ারীং চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। চিঠিখানা ষষ্ঠীচরণের নিজের হাতের লেখা। ষষ্ঠীচরণের হাতের লেখা দেখিয়া কালিদাস ও পরিবারস্থ সকলে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ষষ্ঠীচরণকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল। ষষ্ঠীচরণ অনিচ্ছা সত্ত্বে বাড়ী আসিলেন। সকলেই আনন্দিত হইলেন। ষষ্ঠীচরণ বিশ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামস্থ কানুনগো পাড়ার ডেপুটী কালেক্টর গোলকচন্দ্র কানুনগো মহাশয়কে চিকিৎসা করিবার জন্য উক্ত গ্রামে যাইতেছিলেন। সুচক্রদণ্ডী হইতে ঐ গ্রাম ৭ মাইল উত্তরে। কানুনগো মহাশয়ের বাড়ীর নিকট পুকুরের ঘাটে ১৩ বৎসরের একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিলেন। তাহাকে দেখিয়া যুবক কবিরাজের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি উক্ত কানুনগো মহাশয়কে এক সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য লাভ করান। ঐ গ্রামে তাঁহার একজন পরিচিত লোক ছিলেন। ঐ বন্ধুর নিকট ষষ্ঠীচরণ মেয়েটীর সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মেয়েটীর নাম কাশীশ্বরী, বয়স ১৩ বৎসর, দেখিতে সুন্দরী, কার্য্যে নিপুণা এবং জনৈক মধ্যবিদ্ কায়স্থ ভদ্রলোকের মেয়ে। কর্ম্মস্থলে

ফিরিয়া আসিয়া ষষ্ঠীচরণ দিনরাত কাশীশ্বরীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইল। এই চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণ অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে একটী উদ্ধৃত করা হইল :—

কণকবরণী, যেন সৌদামিনী, কোমল শরীর আভা।
শশাঙ্ক রঙ্গিনী, জিনি কমলিনী, শ্রীমুখ মণ্ডল প্রভা॥
দন্ত মুক্তামালা, দাড়িম্ব শৃঙ্খলা, মধ্যে মধ্যে নীলমণি।
সহাস্য পলকে, অলকা ঝলকে, রঞ্জিত রক্ত নলিনী॥
ভালে ভালে ইন্দু, সিঁন্দুরের বিন্দু, তাহে দীপ্তি মনোহরা।
গৃধ্র জিনি কর্ণ, মরক্তিমবর্ণ, শিমূলের দর্পহরা॥
সুন্দর কবরী, শোভে শিরোপরি, সুবন্ধ নাগবন্ধন।
হৃদয় মন্দিরে, স্বর্ণকুম্ভোপরে, নীলমণি সুদর্শন॥
মৃণাল নিন্দিত, অতি সুশোভিত, ভুজযুগ সুগঠন।
জিনি চাঁপা কলি, অঙ্গুলি সকলি, নখরে তারকাগণ॥
সুচারু উদরে, নাভি সরোবরে, সুসজ্জিত রোমশ্রেণী;
লজ্জিত কেশরী, ক্ষীণ কটি হেরি, অতিগুরু নিতম্বিনী॥
অয়ি রূপেশ্বরী, মম প্রাণেশ্বরী, কাশীশ্বরী, গুণেশ্বরী।
পতিপ্রাণা সতী, ধাৰ্ম্মিকা সুমতি, মম শুভ সুখ করি॥

ইত্যাদি—

* * * * *

অবশ্য কাশীশ্বরী সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত কবিতায় কল্পনার আতিশয্য আছে। ষষ্ঠীচরণ আজীবন বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর যে কবিত্ব শক্তি ছিল, তাহা সুযোগের অভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও ষষ্ঠীচরণ সাহিত্য সেবা হইতে বিরত হন নাই! তিনি অনেকগুলি যাত্রার পালা

ও অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে ছাপাইলে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক হইত। এই পুস্তকে শুধু কয়েকটী গান উদ্ধৃত করা যাইবে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ষষ্ঠীচরণ কাশীশ্বরীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ষষ্ঠীচরণের প্রথমা পত্নী সুরূপার গর্ভে ইতিমধ্যে দুইটী মেয়ে ও একটী সুসন্তান জন্মিয়াছিল! কিন্তু পুত্র সন্তানটী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা যায়।

ষষ্ঠীচরণের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বঙ্গভাষার সেবা।

ষষ্ঠীচরণ প্রায় দুইবৎসর তদীয় পত্নী কাশীশ্বরীর সঙ্গে কাটাইলেন। তারপর তাঁহার অসুখ হয়। চট্টগ্রাম সহরে যে তাঁহার বিপুল প্রসার ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। তিনি জীবনের আশা বিশেষ করিলেন না। ক্রমশঃ শরীর নিস্তেজ হইতে লাগিল। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। তিনি মনে স্ফূর্ত্তি রাখিবার জন্য যাত্রাদল গঠন করিলেন এবং অনেকগুলি যাত্রা নিজে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবিরাজী শাস্ত্রে ষষ্ঠীচরণ যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা ভাষার প্রতি ও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন:—জয় মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, উষাহরণ, শনি-চরিত, শুকাখ্যান লহরী, সখাদাসী সখীদাস-বৈষ্ণবের সং (প্রহসন), ভদী বিদ্যানিধির সং (প্রহসনং) সীতা-রাম-সম্মিলন ও শ্রীবৎস উপাখ্যান। এতদ্ভিন্ন তিনি হিন্দি ভাষায়

"মোগলানী নুরজাহানের সং" নামে একখানাপ্রহসন ও লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে হিন্দি ভাষায় যে ষষ্ঠীচরণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত কয়েকটী শ্যামাসঙ্গীত আমার নিকট সংগৃহীত আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[১]

রাগ বাঁয়োয়া; আড়াঠেকা।

আমার কি হ'বে কালিকে!
জীবন যাত্রা গেত মাগো কবি আজি কালিকে।
মজে বিষয়সম্পদে না ভজিলেন ঐ পদে,
ডুবিলেম ঘোর বিপদে নৃমুণ্ড মালিকে॥
এভব-সিন্ধু অকূল ভে'সে মা পাইনে কূল।
কূল-কুণ্ডলিনী কূল দেও ইন্দুভালিকে॥
প্রাণ যায়গো সন্তরী পেলে মা চরণ-তরী
শ্রীষষ্ঠীচরণ তরি ত্রিলোক-পালিকে॥

[২]

মা গো ব্রহ্মময়ি সারাৎসারা!
ত্বং হি বিশ্বরূপা, ওহে চিৎস্বরূপা
নিরাকারাকারা সাকারাকারা॥ ১॥
অনন্ত অদ্বৈত ত্বং হি বিশ্বমূলাধারা
স্থূল সূক্ষ্ম মোক্ষরূপা বিরাট আকারা।
ত্রিগুণ পূরিত ত্রিগুণ জড়িত
ত্রিগুণ রহিত হে নির্ব্বিকারা

(৩)

রাগ × তাল ধ্রুপদ।

নমামি তারিণী তারা! এ দীনে তার গো ওমা!
সুখমোক্ষ প্রদায়িনী, ভৈরবী ভবানী ভীমা।
হরহৃদ্বিলাসিনী, চামুণ্ডে মুণ্ড মালিনী,
যোগারাধ্যে, মহাবিদ্যে,
উমেশ মোহিনী উমা!
সর্ব্বানী গীর্ব্বানী বাণী, নির্ব্বাণ গুণ দায়িনী,
শ্রীষষ্ঠীচরণে কৃপা করগো ঈশ্বরী শ্যামা।

কালিদাস তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নে জ্বালাকুমারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরের নিকটে ষষ্ঠীচরণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ পাঠশালা মধ্যবাংলা স্কুলে পরিণত হয়। শেষে সার্কেল স্কুলেও পরিণত হইয়াছিল। ঢাকা নিবাসী রামেশ্বর চৌধুরী এই স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি সংসার ত্যাগী ছিলেন। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকুরী করিতেন। তিনি গৈরিক বসনে পরিবৃত থাকিতেন। তাঁহার হাতে সেতারও থাকিত। তিনি গভীর রাত্রে সুচক্রদণ্ডীর উত্তর প্রান্তে প্রসিদ্ধ ধনপোতার সেবা খোলায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। ষষ্ঠীচরণ এই বিষয় অবগত হইয়া দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে গেলেন এবং রামেশ্বর চৌধুরী হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানের মাহাত্ম্যে ও রজনীর নিস্তব্ধতায় ষষ্ঠীচরণের মন আনন্দে ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি স্বরচিত একটি গান তখন নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া গাহিলেন :—

নমো নমো নম, পুরুষ উত্তম,
ওহে নিরঞ্জন! তব কৃপা অপার।
তুমি চিত, নিত্য, এই ভবে সত্য,
ওরে চিত্ত! নিত্য সত্য কর সার॥
অপদীর গতি, অকর্ণীর শ্রুতি,
অচক্ষীর প্রতি দৃষ্টি আছে যাঁর॥
যাঁর মায়াখণ্ড, হয় এ ব্রহ্মাণ্ড,
বিশ্বব্যাপি যিনি চিন্ময় আকার॥
সত্ত্ব রজঃ, তম, ত্রিগুণ জড়িত,
তন্ময় শিব-পরম পূজিত;
বট তেজ স্থূল, অমল, অচল,
দীন ষষ্ঠী এবে ধ্যান করে তাঁর॥

এই গান শেষ হইলে ষষ্ঠীচরণ ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ২।১ মাসের মধ্যে কবিরাজ মহাশয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

ষষ্ঠীচরণ নিজে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা প্রিয়ব্রতী তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। প্রিয়ব্রতী তাঁহার মাতা খুলনাকে শোকসংবরণ করিতে বলিলেন। তাঁহার দৌহিত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। তারপর প্রিয়ব্রতী ছেলেগণকে ডাকাইলেন এবং দশরথ পুত্রগণের মত চলিতে উপদেশ দিলেন।

তারপর পুত্রবধুগণকে ডাকাইলেন। তাহাদিগকে তিনি বলিলেন—তোমরা সহোদরার ন্যায় চলিও, আর আমার কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণকে দেখিও। সর্ব্বশেষে প্রিব্রয়তী সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্বামীকে ডাকাইলেন। কালিদাস উপস্থিত হইলে প্রিয়ব্রতী তাঁহার চরণধূলি নিলেন। প্রিয়ব্রতী

বলিলেন—যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিয়া থাকি তজ্জন্য ক্ষমা চাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রাণ নির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার পদযুগল আমার মাথার উপরে রাখুন। কালিদাসও তাহাই করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আগে চলিয়াছ। আমি পরে আসিতেছি। তুমি শান্তমনে অমরধামে প্রয়াণ কর।

মাতৃবিয়োগ

প্রিয়ব্রতীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করা হইয়াছিল। "চন্দনধেনু ক্রিয়া সম্পাদন করা হইয়াছিল। ইহাতে ষষ্ঠীচরণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ৬ মাস পরে প্রিয়ব্রতীর মাতা খুলনা ও মানবলীলা সংবরণ করেন। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আরও কিছু টাকা ধার হয়। মোট ১৫০০ দেড় হাজার টাকা ধার হয়। ষষ্ঠীচরণ তাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। কালিদাস স্বীয় আয়ের দ্বারা পরিবারের খরচ নির্ব্বাহ করিয়া ঋণ শোধ মোটেই করিতে পারিতেন না। কালিদাসের চারি পুত্র ও একটি মেয়ে। ষষ্ঠীচরণ ১ম, নীলাম্বর ২য়, দিগম্বর ৩য় ও পূর্ণানন্দ ৪র্থ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ। পূর্ণচন্দ্র ব্যতীত আর সকলের বিবাহ হইয়াছিল। ষষ্ঠীচরণ ও নীলাম্বরের ছেলেমেয়ে ও হইয়াছিল। তখন কালিদাসের একমাত্র মেয়ে অনঙ্গমঞ্জুরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে পরিবারস্থ লোক সংখ্যা ছিল ২০ জনের উপর। কালিদাস বড় চিন্তায় পড়িলেন। নীলাম্বর বৈষয়িক ছিলেন। তিনি থালা বাসনাদি বিক্রয় করিয়া কতক ঋণ শোধ দিলেন। তিনি অলঙ্কারাদি

বিক্রয় করিয়া আর কতেক ঋণ শোধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ তাহাতে বাধা দিলেন। কাজেই অর্দ্ধেকের ও উপর ঋণ শোধ করা হইল না। ষষ্ঠীচরণ একদিন কয়েকজন বন্ধুর সহিত চট্টগ্রাম গোলপাহাড়ের শিখর দেশে বন ভোজনে গিয়াছিলেন। সকলের মনে আনন্দ; কিন্তু ষষ্ঠীচরণের মন আন্দোলিত। তিনি উত্তরাকাশে কোন নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া ভবিষ্যজীবনের ছবি আঁকিতে ছিলেন। মনে বিষাদের ঢেউ উথলিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর সকলেই স্বীয় স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ষষ্ঠীচরণ ফিরিয়া আসিয়া নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

সুরট একতালা।

কালী, করুণা করহে দীনে।

সহেনা যন্ত্রণা কে দিবে মন্ত্রণা

সে প্রবীণ চরণ বিনে॥

সাবদে ববদে শুভদে শঙ্করী বিষম বিষয় বিপদে কি করি,

ক্ষমা ভিক্ষা করি, ওমা ক্ষেমঙ্করী,

নিস্তার দুস্তার ঋণে॥

ভয়ে ভয়ে মরি, কি করি কি করি

তব কৃপা তরি ধরি জোর করি,

হেন মনে করি, মহাযাত্রা করি।

ষষ্ঠী সারারাত্রি ঘুমাইলেন না। কখন ও আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। কখন ও হতাশের আঘাতে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। কোন দেশে যাইবেন, কি করিবেন, কি করিলে ঋণ শোধ হইবে, এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি একজন

ব্রাহ্মণ পাচক ও একজন চাকর লইয়া, ফেণীর প্রসিদ্ধ জমিদার গোলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের পিতা রামকান্ত চৌধুরীর বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য গেলেন। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে তিনি একমাস কাল চিকিৎসা করেন। পাচক ও চাকরেব বেতন ব্যতীত, তিনি আরও ২০০৲ টাকা পাইলেন। ঐ টাকার কতেক অংশ তিনি বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। ফেণী হইতে নোয়াখালী যান। নোয়াখালীতে ২১ দিন অপেক্ষা করিয়া কুমিল্লা যান। তিনি কুমিল্লায়, চট্টগ্রামস্থ আনোয়াবার ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় ছিলেন। তথায় তাঁহার জ্বর হয়। উক্ত ডাক্তার মহোদয় এই খবর ষষ্টীচরণেব পিতাব নিকট দেন। কালিদাস এই খবর পাইয়া ষষ্টীচরণের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া গেল :—

শ্রীদুর্গা।

পবম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সমাচার :—

এইখানে: শ্রীশ্রীকৃপাতে সর্ব্বমঙ্গল। তোমাদের মঙ্গল সমাচার লিপি করিয়া তুষ্ট করিবা। ব্যামুতে কষ্ট পাইতেছ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তোমার টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে সম্বাদ অবগত হইয়াছি। একারণ শ্রীমান নিলাম্বরকে তথায় পাঠাইলাম না। শ্রীশ্রী৺কে জানিয়া আমার প্রতি বাসনা থাকিলে, শীঘ্রই বাড়ী আসিবা। আমার প্রাণ স্থির নাই। সাংসারিক কি অবস্থায় আছি তাহা তুমি জান। এসময়ে বিদেশ যাওয়া উচিৎ হয় না। শ্রীযুক্ত গোপী ও পবনিয়ার বাড়ী সকল ভাল আছে। ইতি সন ১২২৭ মঃ ১০ই পৌষ।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীকালীদাস বৈদ্য।

ভারত ভ্রমণ।

ষষ্ঠীচরণ ইহার পর স্বাধীন ত্রিপুরায় গেলেন। সেখানে মহারাজের দেওয়ান পদ্মলোচন মজুমদারের সহায়তায় মহারাজের রাজসরকারে ১০০৲ টাকা বেতনে গৃহ চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐখানে ২।১ মাস কার্য্য করিয়া ঢাকা চলিয়া যান। সেখানে চট্টগ্রামস্থ ছাত্রদিগের একটি আবাস ছিল। তিনি ঐখানে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত নোয়াপাড়া গ্রামের বাবু অখিলচন্দ্র সেনের দেখা পাইলেন। এই অখিলচন্দ্র সেন পরবর্ত্তী কালে এম্, এ, বি, এল হইয়া হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হইয়াছিলেন। এইখানে তিনি কিছুকাল ছিলেন। অখিলবাবুর কোন সহাধ্যায়ীর বাড়ী ঢাকা ছিল। ঐ বন্ধুটী ফেরঙ্গ রোগে ভুগিতেছিল। ঢাকার সমস্ত ডাক্তার কবিরাজগণ রোগী রোগমুক্ত হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অখিলচন্দ্র ষষ্ঠীচরণের চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তিনি ষষ্ঠীচরণকে এই চিকিৎসার ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। ষষ্ঠীচরণও ঐ ছেলের পিতার অনুমতি লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ষষ্ঠীচরণ ইতঃপূর্ব্বে একবার সীতাকুণ্ডে স্বয়ম্ভুনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য মোহান্ত গম্ভিরন বাবাজী, ষষ্ঠীচরণকে একটী বিল্বপত্র দিয়া কপালে তিনবার আঘাত দিয়া বলিলেন অদ্য হইতে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। অপর একজন অবধূত হইতে তিনি ফেরঙ্গ রোগের ঔষধ শিখিয়াছিলেন। সেই ঔষধ তিনি এইখানে প্রয়োগ করিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে রোগী রোগমুক্ত হইল। কবিরাজ বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া কুষ্টিয়ায় উপনীত হইলেন। কুষ্টিয়ায় তিনি তাঁহার পাচককে বিদায় দিলেন।

তারপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বন্ধু যাত্রামোহন বিশ্বাসের বাসায় কিছুকাল কাটাইলেন। এইখানে তিনি সকালে গঙ্গাস্নান করিতেন, সায়াহ্নে তিনি শ্রীশ্রীকালীর মন্দিরে উপাসনা করিতেন এবং অপরাহ্নে ছোট, বড় সকলের সঙ্গে দেখা করিতেন। এইবার তিনি বিদ্যাসাগর, গঙ্গাপ্রসাদ, গৌরীনাথ ও তালীগঞ্জ রাজার সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তারপর তিনি কামরূপে গেলেন; কামরূপ হইতে আবার কলিকাতায় আসিলেন; কলিকাতা হইতে বৈতরণী নদীতে স্নান করিতে গেলেন; আবার কলিকাতা আসিলেন। পথে তারকেশ্বর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি চন্দননগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া, অবশেষে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। বর্দ্ধমান রাজসরকারে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। তারপর কাসিম বাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে গমন করেন এবং সেইখানে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে রাজবাড়ীতে কবিরাজ নিযুক্ত হন। রাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে যখন ষষ্ঠীচরণ গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন তখন রাজীব লোচন বাবু রাণীর Private Secretary ছিলেন। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ তীর্থ বাববকুণ্ডের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়। রাণী কবিরাজ মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটী এই :—জল ও আগুণ কি একসঙ্গে আছে, না জল একদিকে ও আগুণ অন্যদিকে? কবিরাজ মহাশয় বলিলেন আগুণ ও জল একসঙ্গে আছে। রাজীব লোচন বাবু ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন সন্ন্যাসী মুখে শুনিয়াছি একদিকে জল আছে ও অন্যদিক হইতে আগুণ আসে। ইহাতে ষষ্ঠীচরণ মাতৃভূমিকে ও নিজকে অবজ্ঞাত মনে করিলেন। তিনি তখনই রাণীকে বলিলেন আপনি ইহার বিচার করুন, না হয় আমি এই সরকারে

চাকরী করিব না। তখন রাণী বলিলেন আপনারা দুইজনেই আমার নিকট সমান যত্নের ও আদরের পাত্র। আমি দুইজনকেই চাই। ইহাতে কবিরাজ মহাশয় ব্যথিত হইয়া কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন এবং পুনশ্চ বর্দ্ধমানাভিমুখে চলিলেন। ইহা হইতে পাঠকমহাশয়গণ ষষ্ঠীচরণের স্বদেশপ্রেম পরীক্ষা করিয়া লউন। বর্দ্ধমানে যাইবার সময় ষষ্ঠীচরণ রাজমহল দর্শন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার চাকরকে বিদায় দিলেন। তারপর তিনি বরাকরে গেলেন, বরাকর হইতে পরেশনাথ পর্ব্বতে গেলেন, পরেশনাথ হইতে বৈদ্যনাথে গেলেন। দীর্ঘপর্য্যটনে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, তিনি বৃক্ষছায়ায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি একজন দস্যুর চীৎকারে জাগিয়া গেলেন। জাগিয়াই তিনি দেখেন যে তাঁহার থলিয়া চুরি গিয়াছে। ইহাতে কয়েকখানি ধুতি, কিছু টাকা ও কতেক ঔষধ ও তাঁহার আরাধ্য শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি ছিল। তিনি শিবলিঙ্গের জন্য বড়ই ব্যথিত হইলেন। কিছুকাল অন্বেষণ করিয়া নিকটস্থ জঙ্গলে তিনি তাঁহার থলিয়াটা পাইলেন। কয়েকটী টাকা ব্যতীত অন্য জিনিষপত্র ডাকাতেরা ফেলিয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠীচরণ এখন রিক্তহস্ত। তারপর তিনি এক দোকানদারের নিকট গেলেন। ঐ দোকানদার বহুদিন শূলরোগে ভুগিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ ঐ রোগীকে তিনটী বড়ি দিলেন। রোগী একটী একটী করিয়া তিনটি বড়িই পাঁচ মিনিটের মধ্যে গিলিয়া ফেলিল। আধঘণ্টার মধ্যে তাহার রোগের অনেকটা উপশম হওয়াতে রোগী, কবিরাজ মহাশয়কে তাহার দোকানে থাকিয়া আর কিছুকাল তাহাকে চিকিৎসা করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। দোকানদার হইতে ঔষধের মূল্য বাবত কিছু লইয়া, তিনি আবার বৈদ্যনাথ গেলেন। ষষ্ঠীচরণ

বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার সময়ে একটি পয়সাও বাড়ী হইতে নিয়াছিলেম না। অথচ পৈত্রিক কবিরাজী ব্যবসায় সম্বল করিয়া ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ হইতে তিনি পাটালীপুত্রনগর দেখিতে গেলেন। তথা হইতে গয়াধামে গেলেন এবং ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া পরে বারাণসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া, ষষ্ঠীচরণ গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলেন। তারপর সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া এবং রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির নিরীক্ষণ করিয়া অযোধ্যায় গেলেন। তথা হইতে তিনি ফৈজাবাদে গেলেন, ফৈজাবাদ হইতে তিনি আবার বারাণসীতে আসিলেন এবং বারাণসী হইতে পুনর্ব্বার প্রয়াগ তীর্থে গেলেন। এইখানে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তিনি মস্তক মুণ্ডন করিলেন এবং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া শরীর পবিত্র করিলেন। তারপর তিনি লক্ষ্ণৌ গেলেন। লক্ষ্ণৌতে রামগঙ্গায় স্নান করিয়া তিনি কানপুরে গেলেন এবং কানপুর হইতে ঝান্সীর দিকে রওনা করিলেন। এইখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি আগ্রার অভিমুখে চলিলেন। আগ্রায় তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি ফৈজাবাদ হইতে নৈমিষারণ্য দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে তিনি মথুরা যাত্রা করিলেন এবং তথায় গোবর্দ্ধনধারীর মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন। তথা হইতে তিনি দিল্লী উপনীত হইলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মস্‌জিদাদি দেখিলেন; কিন্তু হিন্দু রাজার আমলের ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তারপর জয়পুর রাজ্যে ১৬০৲ টাকা বেতনে ছয় মাস গৃহ চিকিৎসকের কার্য্য করেন। তথা হইতে উদয়পুর গিয়া মহারাণীর নিকট

পরিচিত হন। তথা হইতে দ্বারকা গিয়া সোমনাথের মন্দির দর্শন করেন। তথা হইতে বোম্বে গেলেন। পথে নর্ম্মদা ও তাপ্তীতে স্নান করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা নদী হইতে তিনি নিজে পূজা করিবার জন্য নর্ম্মদেশ্বর শিব নিয়াছিলেন। বোম্বে হইতে তিনি হায়দরাবাদে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া কুমারিকা অন্তরীপে গেলেন। সেখানে তিনি রামেশ্বর শিবকে পূজা করিলেন। তারপর ভারত মহাসাগরের দিকে ধ্যানস্তিমিত লোচনে কহিলেন ও কিছুকাল পরে নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিয়াছিলেন :—

হায়রে অঙ্গুরী. কিরূপ মাধুরী
রাম করে কর বাস অনুক্ষণ।
আজি সুপ্রভাত, ওহে দীন নাথ,
রাম নিদর্শন, হল দরশন।
অঙ্গুরী তোমাতে রামের সৌরভ.
এস হৃদে ধরি করয়ে গৌরব,
প্রিয় কথা কহ হওনা নিরব ;
শ্রীরাম মঙ্গল, করহ কীর্ত্তন॥
ধন্য তোমার, নাথের অঙ্গুল ভূষণ,
লঙ্কায় এলে নিতে সীতার অন্বেষণ.
আর কি রামের বামে পাইব আসন
সেইদিন কি বিধি করিবেন ঘটন॥
ধর, ধর, ধর বাছা! ধর শিরোমণি,
নেও এই নিদর্শন যথায় রঘুমণি।

যাও, যাও হে সত্বরে,　　দিও বাছা রঘুবরে,
বলো তাঁরে প্রীতিভরে করে দিয়ে মণি।
অঙ্গুরীর বিনিময়,　　শিরোমণি মানময়,
করিলেন সুসময় জনক-নন্দিনী।
মম দুঃখ নিবেদন,　　করো পভুর সদন,
ওরে প্রিয় বাছাধন! বীর চুড়ামণি!
শ্রীরামে প্রণাম করে,　　বলি অতি সকাতরে,
বৈল, দুঃখ শোকে মরে অবলার মণি॥

ষষ্ঠীচরণ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে যোধপুরে গেলেন। তথা হইতে পাতিয়ালায় গেলেন। এইখানে আবার তিনি রিক্তহস্ত হইলেন এবং কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য মহারাজার সরকারে গৃহ-চিকিৎসকের কার্য্য গ্রহণ করেন। কিছু অর্থ সঞ্চিত হইবার পর তিনি সিমলায় গেলেন। সিমলা হইতে হরিদ্বার এবং হরিদ্বার হইতে অমর নাথ গেলেন। অমরনাথ যাইয়া তিনি নিম্নোক্ত গানটী রচনা করিয়াছিলেন ঃ—

মা! ত্রিলোক প্রসবিনা, ত্রিলোক পালিনা ত্রিলোক তারিণী তারা।
গুণ সত্ব রজঃ তম, বেদশাস্ত্রাদি আগম, তোমা হতে নির্গম ভবদারা॥
হিরণ্যগর্ভাদি করি, পরমাণু অন্তে ধরি, তব তেজোপরি সারাৎসারা।
সর্ব্বসুখ প্রদায়িনী, সর্ব্বদুঃখ প্রণাশিনী, ষষ্ঠীচরন কি মা ত্রিলোক ছাড়া॥

অমরনাথ, বদরীনাথ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ষষ্ঠীচরণ পুনরায় হরিদ্বারে আসিলেন। পাঠক মহাশয়গণ চলুন একবার কালিদাসের বিষয় আলোচনা করি। কালিদাস এই বৃহৎ পরিবার সংরক্ষণ করিতে ও হিন্দুর উৎসবাদি রক্ষা করিতে, বিশেষভাবে অর্থাভাব বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ষষ্ঠীচরণ তিন বৎসরের উপর বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ।

তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫।৬ খানা চিঠি তাঁহার পিতার নিকট লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ চিঠিতে তিনি একমাত্র জানাইয়াছিলেন যে তিনি পাতিয়ালা হইয়া হরিদ্বারাভিমুখে চলিলেন। তারপর কালিদাস ষষ্ঠীচরণের আর কোন খবর পান নাই। তিনি উদ্বেগে সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি যে ষষ্ঠীচরণকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন, সে আশা ত্যাগ করিলেন। কালিদাস চিন্তা করিতে লাগিলেন—ষষ্ঠী আমার বড় ছেলে। আমার মৃত্যুর পর সে এই পরিবারের ভরণ পোষণ যোগাইতে সক্ষম; কিন্তু সে বিদেশে নিরুদ্দেশ। ২য় ছেলে নীলাম্বর সংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও একা কিছুই করিতে পারিবে না। ৩য় ছেলে দিগম্বর এখনও স্কুলের ছাত্র। ৪র্থ ছেলে পূর্ণচন্দ্র মাত্র ৬।৭ বৎসর বয়স্ক। আমার মৃত্যুর পর এই পরিবারের কি অবস্থা হইবে। ষষ্ঠীকে কি জানি মা সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় দেখিতে পাই কি না। ষষ্ঠীচরণের অদর্শনে কালিদাসের মস্তিস্ক বিকৃতি হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ "শিব" "শিব" ও "ষষ্ঠী" "ষষ্ঠী" বলিতেন। আর কিছুই বলিতেন না। চারি মাসের মধ্যে কালিদাস ষষ্ঠীচরণের কোন পত্র নাই। তিনি মনে করিতে লাগিলেন—কি জানি ষষ্ঠী জীবিত আছে কিনা? জীবিত থাকিলে অবশ্য চিঠি লিখিত। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি একদিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। পুত্রেরা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা মুহুর্ত্তে মুহূর্ত্তে কালিদাসের জীবণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তখন একটী লোক ষষ্ঠীচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ষষ্ঠীচরণের নাম শুনিবা মাত্র, কালিদাস চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—এঁ; কিন্তু ষষ্ঠীচরণকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অমরধামে প্রয়াণ করিলেন। কালিদাস ৬৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

কালিদাসের মৃত্যুতে যখন সমস্ত পরিবারস্থ লোক শোকে ও দুঃখে নিতান্ত কাতর, তখন ষষ্ঠীচরণ হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। তিনি আরও সন্ন্যাসীগণ হইতে অবধৌতিক ঔষধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার বলেই তিনি উত্তরকালে দিগ্বিজয়ী কবিরাজ হইয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন এক পিয়ন (Peon) বাঙ্গালা অক্ষরে একখানা চিঠি লইয়া, সেই মহামেলায় চিঠির মালিককে তালাস করিতে লাগিল এবং বলিল—

মোহান্ত বাবাজীর নিকট এক চিঠি এসেছে উহার সঙ্গে আরও এক চিঠি আছে। ঐ লেখা কেহ পড়িতে পারিতেছে না। ঐ লেখা কেহ পড়িতে পারে কিনা দেখুন; যদি না পারেন, চিঠিখানা আমার নিকট ফেরত দিবেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, ষষ্ঠীচরণ যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানে একজন লোক ঐ চিঠি লইয়া গেলেন। ষষ্ঠীচরণ কুতূহলী হইয়া সেই চিঠি পড়িতে লাগিলেন। ঐ চিঠি পাঠ করিয়া তিনি কাঁন্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চোখে জল দেখিয়া সাধু সজ্জনেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ষষ্ঠীচরণ তাঁহাদিগকে, তাঁহার পিতৃ-বিয়োগের কথা বলিলেন। সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গানদীর নীলধারার দক্ষিণতীরে অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি করিয়া সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কয়েকজনকে খাওয়াইলেন। তারপর ষষ্ঠীচরণ ভাবিলেন—পিতা মারা গিয়াছেন, ভ্রাতারা এখনও উপার্জ্জন সক্ষম নয়। আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; নতুবা সকলেই অনাহারে মারা পড়িবে। আমি ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিলাম; কিন্তু কোথায়ও ত অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না। দেখি একবার শ্রীনগর গিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব। তারপর সুবিধা না হইলে দেশে ফিরিয়া গিয়া ব্যবসায় করিব। এতাদৃশী ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ষষ্ঠীচরণ ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং

জাগ্রত হইয়া স্বরচিত একটি শ্যামা সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। গান শেষ হইবার পর তিনি সন্ন্যাসীদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আরও দুইদিন কাটাইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া অমৃতসরে রওনা হইলেন। অমৃতসরে যাইয়া তিনি একখানি শীতবস্ত্র ক্রয় করিলেন। তথা হইতে তিনি লাহোর গেলেন। লাহোর হইতে মুলতানে, মুলতান হইতে সিয়ালকোটে গেলেন। সিয়ালকোটে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমদিকের শেষসীমা ছিল। এইখানে এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে তাঁহাব বড় প্রীতি জন্মে। ফকির অহরহঃ বলিতেন—হিম্মৎকা কিস্মৎ অর্থাৎ সৎসাহসই সৌভাগ্য জন্মায়। ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে নমস্কার কবিয়া নিকটে বসিলেন। ফকির কিছু বলিলেন না। তবে ষষ্ঠীচরণেব পিঠের উপর একটু আঘাত করিয়া, তাঁহাকে ভস্মের ন্যায় কতক সাদা সাদা জিনিষ দিলেন। ষষ্ঠীচবণ ঐ ভস্মেব ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। কোন উত্তর না পাওয়াতে ষষ্ঠীচবণ ঐ জিনিষগুলি নিজের থলিয়ার মধ্যে বাখিয়া দিলেন এবং জয়পুর দেশীয় একটি বৌপ্য মুদ্রা ফকিরের সাম্নে রাখিয়া জলযোগ করিবার জন্য এক দোকানে গেলেন। সিয়ালকোট হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে গেলেন। আমরা যে সময়েব কথা বলিতেছি, তখন ভারতের সর্ব্বত্র রেল ছিল না। পথে ডাকাতের উপদ্রব ও ছিল। এতাদৃশী অবস্থায় ষষ্ঠীচরণ প্রায় পদব্রজে যে ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয়। কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর ষষ্ঠীচরণ পেশওয়ারে গেলেন। পেশওয়ার হইতে তিনি আরও দূরে যাইতেন

তবে জাতি লোপের ভয়ে আর অগ্রসর হইলেন না। তথা হইতে তিনি কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতি গোলাপ সিংহের পুত্র রণবীর সিংহের রাজভবন দেখিবার জন্য জম্মুতে গেলেন। এইখানে তিনি রাজগুরু সুজায়ত বাবাজীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এইখানে ষষ্ঠীচরণের দীর্ঘ পর্য্যটনের অবসান হইল।

কাশ্মীরই কর্ম্মক্ষেত্র।

সন্ধ্যার সময় আহারাদি করিয়া ষষ্ঠীচরণ নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। পার্শ্বে রাজগুরুর বিছানাও ছিল। রাজগুরু রুদ্রাক্ষের মালা জপিতে ছিলেন। ষষ্ঠীচরণ সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি জগদম্বার নাম উচ্চারণ করিলেন। তখন রাজগুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—বাচা, তুমি এখনও ঘুমাও নাই কেন? ষষ্ঠীচরণ তাঁহার জীবনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন। গুরুজি তাঁহার কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তাঁহাকে সংসারাশ্রমে থাকিয়া পরিজনবর্গের ভরণপোষণ যোগাইতে উপদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ী হইতে একজন লোক আসিয়া গুরুজীর নিকট নিবেদন করিলেন—মহারাজ বাহাদুর আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছেন। রাণীমার মৃত্যু সন্নিকট। মহারাজের লোক হইতে ষষ্ঠীচরণ জানিতে পারিলেন যে রণবীর সিংহের বিমাতার কঠিন অশ্মরী রোগ হইয়াছিল। কবিরাজ, ডাক্তার ও হাকিমগণ, কি দেশীয় কি বিদেশীয়

সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রাজগুরু তাড়াতাড়ি তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজবাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, ষষ্ঠীচরণ গুরুজীকে এই কথা বলিলেন যে—অবশ্য রোগ খুব কঠিন, তবে মহারাজ যদি অনুমতি দেন ও ভগবানের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই রাণীমার আরোগ্য বিধান করিতে পারিব। গুরুজী রাজবাড়ী রওনা হইলে, ষষ্ঠীচরণ ভাবিতে লাগিলেন মহারাজের এক হাঁ বা না এর উপর আমার ভবিষ্যজ্জীবনের অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কি জানি কাশ্মীরই আমার কর্ম্মক্ষেত্র হয়, না চট্টগ্রামে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়। গুরুজী, মহারাজকে বলিলেন চন্দ্রশেখর হইতে একজন যুবক বাঙ্গালী কবিরাজ আমার আশ্রমে গতকল্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাণীমার আরোগ্য বিধান করিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আপনার অনুমতি পাইলেই তিনি চলিয়া আসিবেন। রনবীর সিংহের বিমাতার চিকিৎসা করিতে আদেশ পাইয়া, ষষ্ঠীচরণ তৎপর দিবস রাজগুরুর সঙ্গে মহারাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন। রণবীর তখন দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। ষষ্ঠীচরণ যথারীতি মহারাজকে অভিবাদন করিলে, মহারাজ তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। দরবারে ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ও পারিষদ প্রভৃতি অনেক লোক ছিলেন। সকলকে বিদায় দিয়া মহারাজ, গুরুজী ও ষষ্ঠীচরণকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রোগিনীর শুধু হাত দেখান হইয়াছিল। ষষ্ঠীচরণ রাণীমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, সাহসের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ষষ্ঠীচরণ মহারাজকে দুইটি বিষয় নিবেদন করিলেন—১ম নিবেদন রোগ দুশ্চিকিৎস্য। যদি আমার চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না হয়, তাহা হইলে আমার উপর

যেন কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করা না হয়। ২য় নিবেদন আমার চিকিৎসা কালে যেন আর কেহ চিকিৎসা করিবার অনুমতি না পায়। মহারাজ তথাস্তু বলাতে ধুমধামের সহিত রাণীমার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ৩০জন লোক কবিরাজ মহাশয়কে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইল।

এখন চিকিৎসা করিবার সময়ে কবিরাজ মহাশয় বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহার কথা, মহারাজের লোকেরা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি যাহা চাহিতেন, তাহা না আনিয়া অন্য জিনিষ আনিতেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেই অনেক লোক লইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে নিকটবর্ত্তী কোন পাহাড়ের অগ্রভাগে যাইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত ঔষধ সংগ্রহ করিতেন। ১৫দিন চিকিৎসা করিবার পর রোগিণী সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইলেন। ষষ্ঠীচরণের নাম তখন বিদ্যুৎবেগে রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অন্তঃপুরের মহিলারা প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার জহরতাদি উপহার দিয়াছিলেন এবং রাজপরিবারের লোকেরা ও অমাত্যবর্গ নগদ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণ মোট ১০০০০ দশ হাজার টাকা পাইলেন। রণবীর সিংহ খুসী হইয়া যুবককবিরাজ ষষ্ঠীচরণের মাথার উপর হাত বুলাইলেন এবং ষষ্ঠীচরণকে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে, তাঁহার গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। আর ও মহারাজ, তদীয়পত্নী এবং যুবরাজ তিনজনেই কবিরাজ মহাশয়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে তিনখানি স্বর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক উপহার প্রদান করেন। ইষ্টকত্রয়ে কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্বের কথা লিখিত আছে এবং মহারাজ, যুবরাজ ও রাণীমাতার নাম ও তদুপরি খোদিত আছে।

এই দিকে কালিদাসের মৃত্যুর পর হইতে, পরিবার সংরক্ষণের ভার নীলাম্বরের উপর পড়িল। নীলাম্বর অতিকষ্টে সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরিবারস্থ লোকের মধ্যে কেহ কেহ মারা গিয়াছিলেন। দিগম্বর ও পূর্ণচন্দ্র, জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল গোলকচন্দ্র নন্দীর বাসায় থাকিয়া পড়িতেন। তবুও নীলাম্বরকে বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা দিনের বেলায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত এবং রাত্রিতে সূতা কাটিত। এই চরকায় কাটা সূতা দিয়া এক জোড়া কাপড় তৈয়ার করা হইয়াছিল। ঐ নূতন কাপড় জোড়া পূর্ণচন্দ্রকে দেওয়া হয়। পরিবারে তখনও ১৩জন লোক ছিল। নীলাম্বর অতিকষ্টে সংসার চালাইতে ছিলেন ও ধারের উপর ধার করিতেছিলেন। যখন পরিবারের কষ্ট চরম সীমায় গেল, তখন একজন পোষ্ট আফিসের পিয়ন আসিয়া নীলাম্বরকে, যষ্ঠীচরণের হস্তলিখিত একখানা চিঠি দিলেন। চিঠি পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। চিঠি পাঠে সকলে অবগত হইলেন যে যষ্ঠীচরণ ১৫০৲ টাকা বেতনে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের গৃহ-চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন— জম্মুদ্বীপ আবার কি? যমদ্বীপই হইবে। কি করে যষ্ঠিচরণ যমরাজাকে ভুলাইয়া তাঁহার রাজ্যের চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবের অনেক কথা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে চলিতে লাগিল। এই ভাবে কয়েক দিন চলিয়া গেল। নীলাম্বর উদরাময় রোগে ভুগিতে ছিলেন। নীলাম্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পর, যষ্ঠীচরণকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য জম্মুদ্বীপে যাইতে মনস্থ করিলেন। নীলাম্বর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। দিগম্বর বলিলেন—দাদা,

আপনি যাইবেন না। আমি যাইব। আপনি কখনও বিদেশে একদিন ও কাটান নাই। অতএব আপনার পক্ষে এতদূরে যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার হইবে। আমি, যাহা হউক, বিদেশে কিছুকাল কাটাইয়াছি। আমার যাওয়া উচিত হইবে। দুই ভ্রাতার মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহাদের পরামর্শ নেওয়া হইল। তাঁহারা দিগম্বরকে বিদেশে পাঠাইলে সুবিধা হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কাজেই দিগম্বর কাশ্মীর যাত্রা করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজনাদি করিতে লাগিলেন। পরদিবস যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। রাত্রি চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। দিগম্বর আহারাদি করিয়া ঘুমাইতে গেলেন। এই দিকে দিগম্বরের স্ত্রী বিরজা সুন্দরী, তাঁহাকে বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে আব্‌দার করিতে লাগিলেন। দিগম্বর অনেক বুঝাইবার পর, তাঁহার পত্নীও শেষে অভিমত দিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণ উদিত হইলেন। যাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দিগম্বর মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া নীলাম্বরকে প্রণাম করিলে, নীলাম্বর দিগম্বরকে বলিলেন—স্নেহের দিগম্বর, আমার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার একটি কথা রক্ষা করিবা—কথাটি এই আমি কাশ্মীর যাত্রা করিব। আর তুমি ইতিমধ্যে পরিবার সংরক্ষণ কর। অনেক কথার পর, দিগম্বর তাঁহার দাদার কথায় সম্মতি দিলেন। নীলাম্বর মঙ্গল দ্রব্যগুলি স্পর্শ করিয়া, ভগবানের নাম লইয়া বাহির হইলেন। পথে অনেক কষ্টভোগ করিয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গালার নীলাম্বর কাশ্মীর রাজ্যে উপনীত হইলেন।

একদিন সকাল বেলা ষষ্ঠীচরণ মহারাজের দরবারে যাইবার জন্য পোষাক পরিতে ছিলেন। দরবার দিনে দুইবার বসিত। সকালে ৮টা

হইতে ১১টা। বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া না গেলে, মহারাজ কোন হিন্দুকে দরবারে প্রবেশ করিতে দিতেন না। সকলের মাথায় শিখা রাখিতে হইত। মহারাজের রাজ্যে অনেকগুলি দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে -সুপ্রসিদ্ধ নীলাম্বর মুখার্জ্জীর ভ্রাতা হৃষীকেশ মুখার্জ্জী বারিষ্টারী পাশ করিয়া, কাশ্মীর রাজ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চন্দনের ফোঁটা দিতেন না ও শিখা রাখিতেন না বলিয়া, মহারাজ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন। ফলে তাঁহাকে চাকরী ছাড়িয়া যাইতে হইল। মহারাজ হিন্দুর হিন্দুয়ানী রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ষষ্ঠীচরণ যখন মাথায় উষ্ণীষ পরিধান করিতে ছিলেন, তখন তিনি একজন লোককে, একটি বেগ হাতে করিয়া, তাঁহার ঘরের দিকে আসিতে দেখিলেন। ষষ্ঠীচরণ প্রথমে বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। তারপর যখন ঐ বেগধারী বাঙ্গালী যুবক, ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটি বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং তারপর তাঁহাকে ভূমিগত প্রণাম করিলেন, তখন তিনি বাঙ্গালী যুবককে কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ছোট ভাই নীলাম্বর যে একাকী এতদুরে আসিতে পারেন তাহা তিনি মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। তিনি মনে মনে অনেক ভাবিতেছিলেন। তখন নীলাম্বর বলিয়া উঠিলেন—দাদা, আজ সাত বৎসর ধরিয়া আপনি বিদেশে ঘুরিতেছেন। আপনি নিয়মমত চিঠি ও লিখেন না। আমি কত কষ্ট করিয়া আপনাকে পাইয়াছি। নীলাম্বরের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া ষষ্ঠীচরণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। এবং কাদিতে কাদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর চেতনা লাভ করিয়া নীলাম্বরের স্নান

ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দ্বিপ্রহরে ভোজনান্তে দুই ভ্রাতার মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কথাবার্ত্তার পর নীলাম্বর ষষ্ঠীচরণকে বাড়ী আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণ বলিলেন—যে পর্য্যন্ত আমি আশাতীত টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবনা সে পর্য্যন্ত আমি বাড়ী যাইবনা। নীলাম্বর তাঁহার দাদার সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না। তিনি মনে মনে একটি উপায় স্থির করিলেন। নীলাম্বর ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে দরবার দেখিতে গেলেন। এই বাঙ্গালী যুবক নীলাম্বর মুখার্জ্জীর সাহায্যে ষষ্ঠীচরণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মহারাজের নিকট ষষ্ঠীচরণের বাড়ীর দুর্দ্দশার কথা সমস্ত বিবৃত করিলেন। মহারাজ দয়াপরবশ হইয়া, তখন তখন ষষ্ঠীচরণকে পূর্ণবেতনে ছয় মাসের অনুগ্রহ ছুটী দিলেন। এবম্বিধ ছুটি কেহ কখনও, কোন রাজ সরকারে পাইয়াছে কিনা জানি না।

ষষ্ঠীচরণ ছয়মাসের ছুটি পাইয়া, নীলাম্বরের সঙ্গে বাড়ী যাত্রা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে দুইভ্রাতা চট্টগ্রামে পঁহুছিলেন। বঙ্গোপসাগরে তুফান হওয়াতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। দিগম্বর ষ্টীমার ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন খবর না পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। মেকেঞ্জীর আফিসে যে ষ্টীমারের খবর পাওয়া যায় তাহা জানিতেন না। কাজেই সূর্য্যাস্তের পর দিগম্বর উদ্বিগ্নমনে বাড়ী ফিরিলেন। তারপর দিন দিবা দ্বিপ্রহরের পর ষ্টীমার আসিয়া চট্টগ্রাম পৌঁছিল। দিগম্বর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যপথে সাক্ষাৎ পাইলেন। অনেকদিনের পর দেখা হওয়াতে ভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা রহিলনা। এইদিকে ষষ্ঠীচরণের বাড়ীর লোকেরা বিলম্ব দেখিয়া ও ঝটিকা হইয়াছিল বলিয়া, মনে মনে

অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছিল। কেহ জনার্দ্দনকে ডাকিতেছিল। কেহ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া চণ্ডীনাকে ডাকিতেছিল। কালিদাস রোগে শোকে সর্ব্বসময়ে সাহায্য করিতেন বলিয়া, তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ বেচারাম নামে একজন শূদ্র তাঁহাদের পরিবারের প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিল। নীলাম্বর কাশ্মীর যাত্রা করিবার সময় এই বেচারামের উপর পরিবারের তত্ত্বাবধানেব ভার দিয়া যান। বেচারাম ও তাহার কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছিল। এই বেচারাম ঝটিকার সময় আসিয়া ষষ্ঠীচরণের পরিবারস্থ লোকগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণ চটগ্রাম পৌঁছিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন এবং "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই বাক্যটি বার বার আওরাইলেন। দান, দয়া ও ধর্ম্ম এই তিনটিই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যে দিন ষষ্ঠীচরণ চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছিলেন, সে দিন রাত্রেই, তিন ভাই বাড়ী যাত্রা করিলেন। ষষ্ঠীচরণ রাত্রিতে ঘুমাইলেন না। মাঝীরা বক্‌সিসের আশায় খুব জোরে নৌকা বাহিতেছিল। পরদিন বেলা আটটার সময় নৌকা ইন্দুরীপোল নামক ঘাটে উপস্থিত হইল। সেই দিন ১২২৫ মঘির ২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ছিল। এইদিকে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নৌকা হইতে তিনি প্রথম যে স্থানে অবতরণ করেন, সে স্থানে তিনি স্বীয় নামে "ষষ্ঠীগঞ্জ" হাট স্থাপন করেন। উক্ত হাট বৃহস্পতিবার ও রবিবার বসিয়া থাকে। অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া ষষ্ঠীচরণকে কেহ অভিবাদন করিতেছিল আর কেহ আশীর্ব্বাদ করিতেছিল। তারপর ষষ্ঠীচরণ যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলেন সে রাস্তার কতক অংশ মেরামত করিয়া ও একটী পাকাপোল দিয়া ঐ রাস্তার নাম স্বীয় মাতার নামানুসারে "প্রিয়ব্রতী রোড্"

রাখেন। গ্রামের একদল লোক আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে কালিদাসের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বের ঝোপ হইতে স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে দেখিতেছিল।

ষষ্ঠীচরণ পুনরায় স্বদেশে।

ষষ্ঠীচরণ বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে আনন্দের রোল বহিয়া যাইতেছে। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিতে আসিতেন। সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী শুনিতেন। এই ভাবে ২।১ মাস চলিয়া গেল। তারপর একজন ধনবান মুসলমান ক্ষয়রোগের প্রতিকার মানসে ষষ্ঠীচরণের নিকট উপস্থিত হন। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে ষষ্ঠীচরণকে ৪৫০৲ টাকা দিবার চুক্তি হয়। অর্দ্ধেক টাকা প্রথম দিনেই দেওয়া হইয়াছিল। ঔষধ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই রোগী হঠাৎ রক্ত বমন করিয়া মারা যায়। উক্ত মুসলমান রোগীর বিধবা পত্নী পটীয়া মুন্‌সেফ্‌কোর্টে টাকা ফেরত পাইবার জন্য নালিশ করে। ষষ্ঠীচরণ এই জবাব দিলেন— আমি যে টাকা পাইয়াছি তদ্দ্বারা ঔষধাদি ক্রয় করিয়াছি। ঐ ঔষধাদি বাদিনী ফেরত পাইতে পারে। বিচারক ষষ্ঠীচরণের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন। ষষ্ঠীচরণ বাড়ী আসিয়া ও বিশেষভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে প্লীহাক্রান্ত হন। শেষে কুলোকুচি করিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইত

সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা নিরর্থক হইল, দিনে ৩০।৪০ বার মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব হইতে হইতে পূর্ণচন্দ্র একপ্রকার মৃতপ্রায় হইলেন। তখন বাড়বানলে পাঞ্জাবস্থ জলন্ধর আখেড়ার প্রসিদ্ধ নাগা সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীশঙ্করপুরী স্বামী কিছুকালের জন্য বাস করিতেছিলেন। পূর্ণচন্দ্রকে সেখানে নেওয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া স্বামীজী তাঁহার প্লীহার উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবার জন্য কতেক ভস্ম দিলেন। আর ষষ্ঠীচরণকে স্বামীজী বলিলেন ওকে তিনবার ডুব দেওয়াইয়া স্নান করাইয়া আন। তারপর আমি ঔষধ দিব। জ্বরের উপর তিনবার স্নান করাইতে ষষ্ঠীচরণ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী বলিলেন—কুচ্ পরওয়া নেহি। ষষ্ঠী চরণ পূর্ণচন্দ্রকে তিনবার স্নান করাইয়া আনিলেন। স্বামীজী তখন তাঁহার কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন এবং কতেক জল ধুনীতে ঢালিয়া দিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া তামাসা দেখিতেছিল। স্বামীজী পূর্ণচন্দ্রের কাণে একটী মন্ত্র বলিয়া দিলেন। ঐ মন্ত্র খাইবার পূর্ব্বে জপ করিলে শরীর সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে বলিলেন। সেই দিন পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর আসিয়াছিল না। তারপর তাঁহারা পাল্কী করিয়া আনিলেন। পাল্কীর ঝাঁকিতে পূর্ণচন্দ্রের অবস্থা বেশী খারাপ হইল। জ্বরের বিরাম ছিলনা। মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইত। দন্তপংক্তির মাংসের টুক্‌রা বাহির হইয়া পড়িত। দিগম্বরের পত্নী বিরজা সুন্দরী তাঁহাকে খুব শুশ্রূষা করিতেন। এইরকম শুশ্রূষা খুব কম দেখা যায়। তারপর পূর্ণচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত হয়। পূর্ণচন্দ্রকে কোলে করিয়া দিগম্বর বসিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে রোগী হয়তঃ

ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ণচন্দ্রের অবস্থা ও প্রথমে খারাপ হইয়াছিল। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়া গেল। যষ্ঠীচরণ বুক চাপড়াইতে লাগিলেন, দিগম্বর উচ্চরোলে কান্দিতে লাগিলেন। নীলাম্বর বহির্বাটী হইতে ভিতরে আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনারা সকলে প্রকৃতিস্থ হউন"। দেখিতে দেখিতে পূর্ণচন্দ্র সংজ্ঞা লাভ করিল। যতদূর জানা যায় পূর্ণচন্দ্রকে আর কোন ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল না। তিনি শঙ্করপুরী স্বামী প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে ২।১ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেন যে যষ্ঠীচরণের ভালবাসা, নীলাম্বরের স্নেহ, দিগম্বরের ভ্রাতৃত্ব ও বিরজার যত্ন এই গুলির সমন্বয়ে তিনি কঠিন প্লীহা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বেশী অর্থাগমের আশায় নীলাম্বর এক দোকান দিয়াছিলেন। দোকানে গুণাগারী পড়িয়াছিল। নীলাম্বর বাড়ীর তত্ত্বাবধানে রহিলেন। দিগম্বর পূর্ণচন্দ্রকে পড়াইবার জন্য চট্টগ্রাম সহরে বাসা করিয়া রহিলেন আর যষ্ঠীচরণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গেলেন। প্রথমে কলিকাতা যাইয়া হাটখোলার দত্ত পরিবারের কোন লোককে হাঁপানি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করাইয়া বাড়ীতে ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। তিনি কলিকাতায় ব্যবসায় করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার পরবর্ত্তী মাসে [illegible] বাজারে যাইয়া রাণী স্বর্ণময়ীর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তথায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তথায় প্রায় তিনমাস চলিয়া গেল। এই দিকে তাঁহার পরিবারের আবার দুর্দ্দশার চরম সীমায়

পৌঁছিল। নীলাম্বর অতি কষ্টে থালা বাসন প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ দিলেন। এইবার দিগম্বর ষষ্ঠীচরণকে আনিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গেলেন। ষষ্ঠীচরণ আসিলেন না। তিনি বলিলেন যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে বাড়ী ফিরিব না। বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। কাশ্মীরের মহারাজ রনবীর হইতে মাত্র ছয় মাসের ছুটী নিয়া আসিয়াছিলাম। এখন দুই বৎসরের উপর চলিয়া গিয়াছে। কি জানি আমার চাকরী তথায় আছে কিনা। মা জগদম্বাই সব জানেন। অনেক চিন্তার পর তিনি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে মহারাজ রণবীর সিংহের নিকট ষষ্ঠীচরণ পুনরায় কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠীচরণ পুনরায় কাশ্মীরে।

মহারাজ, ষষ্ঠীচরণের উপর বিরক্ত হন নাই। মহারাজ একটু হাসিয়া বলিলেন—বাবুজী এই কি তোমার ছয় মাস? বোধ হয় বাংলাদেশের একদিন আমাদের দেশের ৩০ দিনের সমান। গণনায় একটু ভুল হইয়াছে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ তখন বলিলেন, প্রভু ৩০ দিন নহে, ১২ দিন। ষষ্ঠীচরণের নির্ভীকতা দেখিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ২৫০৲ টাকা বেতনে উন্নীত করিলেন। বাড়ী হইতে বরাবর টাকা পাঠাইবার জন্য চিঠি যাইত। তিনি তথা হইতে আশাতিরিক্ত টাকা পাঠাইতেন। তিনি প্রায়ই অতিরিক্ত টাকা পাঠাইয়া নিম্নলিখিত হিসাবে খরচ করিতে বলিতেন ঃ—

শ্রীশ্রীবাড়ীর ঠাকুর প্রণাম	১৲ টাকা।
শ্রীশ্রীজয়লা কুমারী	২৲
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব	২৲
শ্রীশ্রীপটীয়ার কালী	১৲
শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরী	১৲
শ্রীশ্রীইষ্টদেবী ঠাকুরাণী	৫৲
শ্রীশ্রীপাঠক মহাত্মা	৪৲
শ্রীমতী বধূমাতাগণকে	৪৲
শ্রীমতীদ্বয়কে (তাঁহার পত্নীদ্বয়কে)	৫৲
শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জুরীকে (তাঁহার ভাগিনী)	৫৲

বিবাহিতা কন্যাগণকে ২৲ (প্রত্যেককে)

শ্রীমান যোগেন্দ্রকে (তাঁহার ছেলে) ৪৲

শ্রীমান শ্যামচরণকে (তাঁহার ভাগিনেয়) ২৲

শ্রীমান উমেশকে (ঐ) ২৲

শ্রীমতী ছোট জেঠীকে (নীলাম্বরের অবিবাহিতা কন্যা) ২৲

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে (তাঁহার বাড়ীর গৃহ শিক্ষক) ৫৲

শ্রীরামদাস ঘরামিকে (বাড়ীর পুরাতন অবসর প্রাপ্ত ভৃত্য) ৩৲

প্রায় প্রতিমাসেই এবম্বিধ দানের তালিকা থাকিত। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের ও চট্টগ্রামের অনেক দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিতেন। তাহা এইখানে লিখা হইল না। তিনি অনেক ছাত্রকে পাঠদ্দশায় ১০০০।২০০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ১২৯২ বাংলার ৪ঠা পৌষ তাঁহার ছেলে যোগেন্দ্রমোহনের নিকট এক চিঠি লিখেন।

তাহা এই:— বাবা! তোমার কাকাজীগণকে আমার মত জানিও। তোমার খুড়ীমাগণকে তোমার মাতার মতন জানিও। ১২৯৩ বাংলার ২রা ফাল্গুণ তিনি আর এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন:—বাবা পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগ রাখিও। ধর্ম্মপুস্তকাদি চর্চ্চা করিও। সৎস্বধর্ম্মী ভদ্রগণের সঙ্গে ব্যবহার রাখিও। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ক্ষণকাল ব্যায়াম করিও। বাবা! আমি তোমার চাকরী চাহি না; চতুরতা চাহি, স্বাস্থ্য চাহি, আনন্দ চাহি। ষষ্ঠীচরণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট লিখিয়াছিলেন:—প্রাণাধিক পূর্ণ! তুমি নাকি লাল কাপড় পর না জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তোমাকে বালকের মত সুসজ্জিত দেখিলে যে আমরা (ভ্রাতারা) তৃপ্ত হইব,

তোমার মনে কেন এ ধারণা নাই। একজোড়া দোশালা, একজোড়া লাল চাদর তোমার জন্য পাঠাইলাম। অবশ্য অবশ্য পরিধান করিয়া আমাকে তৃপ্ত করিবা। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র ষষ্ঠীচরণ আর একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—"ভ্রাত! শ্রীমানদের লিখা পড়ার ত্রুটি, অভিযোগের ভাগী আমি তোমাকেই করিব। যদি সকল শ্রীমানই মূর্খ হইল, তবে আমার আর জীবনের কাজ কি? মূর্খ পুত্রদের জল গ্রহণ আমি করিব না। এই বিষম সংসার শৈল মাথায় বহন করিয়া ভারতের প্রান্ত সীমায় প্রাণান্তে কষ্টে ব্যর্থ দিন কাটাইতেছি কেন? বস্তুতঃ আমি শ্রীমানদের পড়ায় শৈথিল্য জানিয়া জড়বৎ হইয়াছি। ভ্রাতঃ এখনও মাটী পাকে নাই। শ্রম করিয়া, যত্ন করিয়া দেখ, ঘট বনে ত উত্তম; নিতান্ত না হয় আমার মুখ তোমরা আর দেখিতে পাইবে না। শ্রীমানগণ আমাকে বর্জ্জন করিলেক।" উপরি উক্ত চিঠি গুলিতে ষষ্ঠীচরণের অনেকগুলি সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুপম ভ্রাতৃপ্রেম, দেবদ্বিজে ভক্তি ও শিক্ষার অনুরাগ। তিনি বিনয়ী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শিব ও শক্তির পূজা করিতেন। তিনি সংযমী ও শুভাচারী ছিলেন; এমন কি প্রস্রাব করিবার পর ও হাত ও পা পরিষ্কার করিয়া ধুইতেন। ষষ্ঠীচরণের ভ্রাতৃ বাৎসল্য দেখিয়া চট্টগ্রামের লোকেরা তাঁহাকে "শাপভ্রষ্ট" মনে করিতেন। তিনি, তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রের নিকট ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র লিখিয়াছিলেন :—

বাবা! আমি গৃহাবধৌত। আমার কাশী বাড়ী দুই সমান। যেখানে ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, সেখানে আমার আনন্দপুর। বাবা! আমি অতীব ভ্রাতৃবৎসল-ভ্রাতৃগত প্রাণ। তোমার বিমাতা দ্বীপান্তরের; ভ্রাতৃগণ

একমার পেটের। শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "তত্র দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর।" বাবা তাদৃশ আমার ভারত ভাই শ্রীমান নীলাম্বর আমার লক্ষণ ভাই শ্রীমান দিগম্বর, আমার শত্রুঘ্ন ভাই শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র, ষষ্ঠীচরণ, ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কাজই করিতেন না।

ষষ্ঠীচরণ পুনরায় চট্টগ্রামে।

আড়াই বৎসর কার্য্য করিয়া. ষষ্ঠীচরণ মহারাজ হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন। ষষ্ঠীচরণ বাড়ী আসিয়া আমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় গ্রামের অনেকগুলি ভরট পুষ্করিনীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি নূতন পুষ্করিনী ও খনন করাইয়াছিলেন। প্রত্যেকটাতে তিনি পাকা ঘাট তৈয়ার করাইয়া দেন। তিনি তাঁহার মাতাপিতার চিতার উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রীলোকদের প্রত্যেককে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি উপহার দেন। বৎসর ৫০০৲ টাকা মুনাফার ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। সুচক্রদণ্ডী গ্রামে "ষষ্ঠীগঞ্জ" নামে হাট স্থাপন করেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অনেক টাকা সাহায্য করেন।

পুনরায় কাশ্মীরে।

ছুটি শেষ হইয়া গেলে, ষষ্ঠীচরণ তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কাশীশ্বরীকে লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। দিগম্বর তখন চট্টগ্রাম সহরে কালেক্টরীর ট্রেজারীতে কাজ করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে, যোগেন্দ্র মোহন তখন চট্টগ্রাম সহরে লেখাপড়া শিখিতেছিলেন। এইবার ও ষষ্ঠীচরণ বাড়ীতে বেশীদিন ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন মহারাজ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু মহারাজকে যখন তিনি অভিবাদন করিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহাকে খুব সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল আলাপ করিবার পর, ষষ্ঠীচরণকে অন্তঃপুরে যাইয়া, রণবীরের বিমাতা, তদীয় পত্নী ও রাজকুমারীগণকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন। ষষ্ঠীচরণ সেখানে গিয়া রণবীর সিংহের বিমাতাকে অভিবাদন করিলেন ও রণবীরের পত্নীকেও যথারীতি সম্মান দেখাইলেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলারা সকলেই তাঁহাকে অনেকদিন পরে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, তাঁহারা কোন ঔষধ সেবন করেন নাই, সে কথাও বলিলেন। ষষ্ঠীচরণের অন্তঃকরণ এখন আশায় পুলকিত। প্রতিদিন সকালবেলা, তিনি রাজকুমারগণ ও মহিলাগণকে দেখিতে যাইতেন। মহারাজকে দিনে দুই বার দেখিতেন। সামান্য অসুখে ও তাঁহারা, ষষ্ঠীচরণের পরামর্শ লইয়া ঔষধ সেবন করিতেন।

ষষ্ঠীচরণ বাড়ী হইতে যাইবার ছয়মাস পরে, কাশীশ্বরী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। কয়েকমাস পরে কাশীশ্বরীর এক ছেলে হয়। কাশ্মীরে সকলেই আনন্দিত এমন সময়ে খবর গেল ষষ্ঠীচরণের প্রথমা পত্নী স্বরূপার পাঁচ বৎসরের একমাত্র ছেলে সন্ন্যাস রোগে মারা পড়িয়াছে।

এই ঘটনার কিছুকাল পর কাশীশ্বরীর সদ্যোজাত শিশুটী ও মারা গেল। কাশীশ্বরী ও কয়েকদিনের মধ্যে মারা গেল। ষষ্ঠীচরণকে সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শোক সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ষষ্ঠীচরণের পদোন্নতি

উপর্য্যুপরি বিপদে ষষ্ঠীচরণ বড়ই ব্যথিত হইলেন। এই বিপদের সময় তিনি রণবীর সিংহ হইতে কিনারায় লাল রং এ রঞ্জিত এক চিঠি পাইলেন। চিঠি পড়িয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে রাজ সরকারের দ্বিবিধ কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ গৃহ চিকিৎসকের কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ যুবরাজ প্রতাপসিংহের এ, ডি, কং (নর্ম্মসচিব) এর কার্য্য। এই পদ পূর্ব্বে ছিল না। ষষ্ঠীচরণের জন্যই এই পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের মৃত্যুর পর, যখন যুবরাজ প্রতাপ সিংহ উক্ত রাজ্যের মহারাজের পদে অভিষিক্ত হন, তখন ও ষষ্ঠীচরণ, তাঁহার গৃহ চিকিৎসক ও এ, ডি, কং ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বরের পুত্র গোবিন্দের মৃত্যু খবর ও এইবার তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ে কাশ্মীর রাজ্যের কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ লোক তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। ষষ্ঠীচরণের এই নূতন নিয়োগে রাজ্যের আমাত্যগণ অতিশয় আপত্তি উত্থাপন করিল। রণবীরের দৃঢ় কটাক্ষপাতে ও বৃদ্ধ মন্ত্রী অনন্ত রাম ও পণ্ডিত বলরাম দেবের মধ্যবর্ত্তীতায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু ষষ্ঠীচরণকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। একদিন মহারাজের দরবার হইতে

রাত্র ৮ ঘটিকার সময় যখন তিনি বাসায় ফিরিতেছিলেন, তখন কয়েক-জন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ষষ্ঠীচরণ এই যাত্রা কোন উপায়ে ভগবানের দয়ায় রক্ষা পাইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা, তদ্দেশীয় ভৃত্যগণকে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য উত্তেজিত করে। ষষ্ঠীচরণ যথাসময়ে ইহা জানিতে পারিলেন এবং সাবধান হইলেন। ভৃত্যগণকে পারিতোষিক দানে বাধ্য রাখিলেন। এই সময় হইতে ষষ্ঠীচরণের নিরাপদের জন্য জিতু সিং ও চিতু সিং নামে দুইজন শরীর রক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

চিকিৎসা কার্য্য ব্যতীত ষষ্ঠীচরণকে যুবরাজ প্রতাপসিংহের সঙ্গে ও দিনে কয়েকঘণ্টা থাকিতে হইত। প্রতাপ সিংহের বয়স অল্প ছিল। এইজন্য মহারাজ ষষ্ঠীচরণের উপর প্রতাপের চরিত্রগঠনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া ষষ্ঠীচরণ সময়ে সময়ে ভ্রমণে নির্গত হইতেন। একদিন রাজ পরিবারের গুরু রঘুনাথজীর আশ্রমে প্রতাপ ও ষষ্ঠী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রঘুনাথজীর সঙ্গে অনেক কথা হইবার পর, তিনি ষষ্ঠীকে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে বলেন। ষষ্ঠী বলিলেন—আমার প্রথমা স্ত্রী এখন ও বর্ত্তমান। তাঁহার বয়স ৩৫, আমার বয়স প্রায় ৪০, আমার ১মা স্ত্রীর গর্ভজাত দুইটী মেয়ে আছে। আমার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত ১টী ছেলে ও একটী মেয়ে আছে। কাজেই বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ বিবাহ করিতে চট্টগ্রামে যাওয়া আসায় দুইমাস সময় লাগিবে। টাকা ও অনেক খরচ পড়িবে। এই সমস্ত কথা শুনিয়া যুবরাজ প্রতাপ সিংহ বলিলেন—"আমি পিতা মহাশয়কে বলিয়া ছুটী মঞ্জুর করাইয়া দিব। আপনার বিবাহে যত টাকা খরচ পড়ে, সমস্ত রাজকোষ হইতে যাইবে।"

কাশীশ্বরীর মৃত্যু সংবাদ বাড়ী পৌছিলে, ষষ্ঠীচরণের ভ্রাতারা আর

একটী পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর ছিল। কিন্তু তখন নিম্নলিখিত চিঠি খানা দিগম্বরের হাতে পড়ে। এই চিঠি খানা জম্বু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন। এই চিঠির নকল আমরা নিম্নে দিলাম—

"শ্রীমতী শ্যামার মাতাঠাকুরাণীর স্বর্গ প্রাপ্তি হইলে মহারাজা ও রাজ পুত্র প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে বিশেষ উত্তেজনা করেন। কবিরাজ মহাশয়ের মত ছিল দেশে যাইয়া বিবাহ করিবেন। দিল্লী দরবার সময়ে মহারাজা ও রাজপুত্র অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া আবার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন; এমন কি মহারাজা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া নীলাম্বর বাবু প্রভৃতিকে কন্যা অনুসন্ধান এবং সত্বর বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ করেন। সেই সময় কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রাম যাইতে ছুটী প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। এতদ্দেশেই বিবাহ করিতে জেদ করেন। অগত্যা রুড়কী নামক সহরে প্রথম কথা হয়। সেই সময় কন্যার পিতা এবং অপরাপর আত্মীয় দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ নিকটে আনাইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করেন, এবং একহাজার টাকা দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে রুড়কী পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইয়া কন্যার পিতার কুল পরিচয় অনুসন্ধান করায় জানা গেল, যে ঘর নীচ। পরিশেষে সাহারণ পুর নামক সহরে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়াছে। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর, নাম শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী। জয়গোপাল বসু এখানে একজন প্রসিদ্ধ লোক। তিনি যমুনা কেনাল আফিসের হেড ক্লার্ক। ৯০ টাকা বেতন পান। ইঁহার বাড়ী কলিকাতার নিকট পলতা। আমার বাড়ী হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধান। ইঁহার ঘর খুব পুরাণ। ইঁহারা কায়স্থ বংশে

অতীব মাননীয়। ইনি ও আমি উভয়ে একবংশজ। আপনাদের উপস্থিতিতে বিবাহটি হইল না সেই জন্য কবিরাজ মহাশয় ও আমরা সকলেই দুঃখিত আছি। কি করা যায়। রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা দুরূহ ব্যাপার। ইত্যাদি।"

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবার বসে। তখন ষষ্ঠীচরণ রণবীর সিংহের এ, ডি, কং হইয়া দিল্লী আসেন। এই দরবারের পর ষষ্ঠীচরণের বিবাহ হয়। তৎপূর্ব্বে আর কোন চট্টগ্রামবাসী লোক, পশ্চিম বাঙ্গালার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কাশ্মীরে মহারাজ রণবীর সিংহ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যুবরাজ এডওয়ার্ডের আগমন উপলক্ষে দেশীয় রাজন্যবর্গকে লইয়া যে এক দরবার বসে, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই দরবারে ষষ্ঠীচরণ, মহারাজের গৃহচিকিৎসক ও এ, ডি, কং হইয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় (তদানীন্তন কালের উকিল,) কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (তখন বি, এ, পাশ করিয়াছে,) চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রসন্নকুমার রায় (তখন কলেজ ছাত্র,) কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল অখিলচন্দ্র সেন মহাশয় ও অখিল বাবুর সতীর্থ ও হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক শশীভূষণ বসু মহাশয়গণ, কবিরাজ মহাশয়ের সহায়তায় হিন্দুকুল-তিলক কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কলিকাতার দরবারের পর স্বরাজ্য প্রত্যাগমন কালে, কাশীধামে কিছুকাল অবস্থান করিবার সময়, মহারাজের স্মৃতি-রক্ষা করিবার জন্য, কবিরাজ মহাশয় বারাণসীধামে অন্নছত্র ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠার বিষয় মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেন। কবিরাজ মহাশয় স্বীয় মনোনয়নক্রমে ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত চতুষ্পাঠীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। কবিরাজ মহাশয় কাশ্মীর রাজ সরকারে

চাকরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিবার সময়ে, হরিদ্বারে "চণ্ডী পাহাড়" ও "অঞ্জনা পাহাড়ে" বিগ্রহাদির উপযুক্ত মন্দিরাদি নাই দেখিয়া মনে মনে বড় দুঃখিত হন। শেষে কাশ্মীর রাজসরকারে চাকরী গ্রহণ করিবার পর, এ বিষয় রাজসমীপে নিবেদন করেন। কাশ্মীরাধিপতি রণবীর সিংহও দেশে প্রত্যাগমন কালে হরিদ্বারে উপস্থিত হন। এই সুযোগে এবিষয় কবিরাজ মহাশয় মহারাজকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ, কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ হিন্দুর তীর্থস্থানে দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন।

বিশ্বেশ্বরীর বিবাহের পর, ষষ্টীচরণ একবার বাড়ী আসিলেন। বিশ্বেশ্বরীকে দেখিবার জন্য অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। প্রায় ১ মাস ধরিয়া গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বিশ্বেশ্বরীকে দেখিতে আসিত। বিশ্বেশ্বরী পরমা সুন্দরী রমণী ছিলেন। পূর্ণলক্ষ্মীও ছিলেন। তাঁহার বিবাহের পর হইতেই ষষ্টীচরণের প্রভূত অর্থাগম হইতে থাকে। বিশ্বেশ্বরী বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও, বরাবর পাঞ্জাবে পরিবর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে, এই দেশীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে চলা ফেরা করিতে প্রথমতঃ কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিছুকাল গেলে পর, এই বুদ্ধিমতী রমণী সকলকে আপনার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দিনে ২।১ বার কথা বলিতে পারিলে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা নিজকে ধন্য মনে করিতেন।

ষষ্ঠীচরণ এইবারও যথেষ্ট অর্থ দান করিলেন। সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, গরীব, দুঃখী প্রভৃতিকে অকাতরে ধনদান ও অন্নদান করিলেন। এইবার তিনি ২ ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলেন। বিষ্ণুমণ্ডপটী পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত করাইয়া তথায় "রাজরাজেশ্বর" বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই কার্য্যে তাঁহার অনেক সহস্র টাকা খরচ হইয়া যায়। উপরিউক্ত বিগ্রহ সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নে একটি বিবৃত করিলাম:— পাঞ্জাবের জলন্ধর আখড়ার মোহন্ত নাগা সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরী স্বামী একদিন প্রাতঃকালে শিষ্যপরিবৃত হইয়া, নর্ম্মদা-নদীর কূলে বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন। সঙ্গে চট্টগ্রামেরও কয়েকজন লোক ছিলেন। এই সঙ্গে পরৈকোড়ার দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য্য (সেরেস্তাদার) মহাশয়ও ছিলেন। স্বামীজীর শিষ্যেরা নর্ম্মদা নদীতে ডুব দিয়া অনেকগুলি শালগ্রাম উঠাইয়াছিল। কথায় কথায় স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন যে ইহাদের মধ্যে একটিও শিলাচক্র নহে। শিষ্যেরা তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শিষ্যদিগের বিস্ময় দূর করিবার জন্য তিনি যখনই এক একটি করিয়া শিলাচক্রকে নমস্কার করিলেন, তখন একে একে সমস্ত শিলাচক্র ফাটিয়া গেল। তারপর আর এক জন শিষ্য আর একটি শিলাচক্র নদী হইতে উঠাইলেন। এই শিলাচক্রকেও স্বামীজী নমস্কার করিলেন। এই শিলাচক্রটি ফাটিয়া গেল না। পরন্তু ঘুরিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া স্বামীজী আনন্দচিত্তে বলিলেন যে এই শিলাটিই প্রকৃত শালগ্রাম। তখন তিনি ঐ শালগ্রামটি মাথায় নিলেন ও ইহার লক্ষণাদি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে "রাজরাজেশ্বর" নাম দিলেন। স্বামীজী তাঁহার কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপর ঠাকুরের পূজার ভার দিলেন। ঠাকুরের সেবা রীতিমত হয় না এই মর্ম্মে স্বামীজী স্বপ্ন দেখিলেন। তখন তিনি "রাজরাজেশ্বর" শিলাচক্রটি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ষষ্ঠীচরণকে দিলেন।

ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে এখনও ঐ ঠাকুর আছেন। এই ঠাকুরকে ডাবের জলে স্নান করাইবার ও ভোগ দিবার মানত করিলে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া ষষ্ঠীচরণের পরিবারস্থ লোকের ও গ্রামবাসীর বিশ্বাস। চট্টগ্রাম ট্রেজারীতে ষষ্ঠীচরণ একবার প্রায় দুই লক্ষ টাকার Currency notes ভাঙ্গাইয়া টাকা চাহিয়াছিলেন। তখন সেই পরিমাণ টাকা ট্রেজারীতে ছিলনা। এই ঘটনা সিপাহিবিদ্রোহের কয়েক বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। আপনারা জানেন সিপাহিবিদ্রোহের সময় অনেক টাকার নোট চুরি গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ষষ্ঠীচরণের নিকট এত টাকার নোট আছে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং কাশ্মীরের মহারাজের নিকট গোপনে টেলিগ্রাফ্ দিয়াছিলেন। সরকার বাহাদুর যখন জানিতে পারিলেন যে এই নোটগুলি কাশ্মীরের মহারাজেরই দান, তখন সরকার বাহাদুরের সন্দেহ দূর হইয়াছিল। এই ঘটনা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। এখনও গ্রামের লোকেরা বলেন যে ষষ্ঠীচরণের নোটের টাকা সরকার বাহাদুর দিতে পারেন নাই। ষষ্ঠীচরণ অল্প সময়ের মধ্যে অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাবর কিছুকাল রাঙ্গামাটিতে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। দুর্গাবর একবার তত্রত্য রাজা ভুবনমোহনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রাজা মহোদয়, দুর্গাবরের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং এক অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নটি এই:— আমি ছেলে-বেলায় শুনিয়াছি যে ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ মহাশয় সোণা তৈয়ার করিতে জানিতেন। কথাটা সত্য কিনা? ইহার যথোচিত উত্তর দুর্গাবর, রাজাবাহাদুরকে দিয়াছিলেন। ইহাতে রাজার মনের একটা ভ্রান্তি দূর হইয়াছিল।

তিনি বড় দাতা ছিলেন। তিনি সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে দান করিবার সময়ে এক মুষ্টিতে যত টাকা ধরে অন্ততঃ ততটাকা দিতেন। বেশীও দিতেন, কিন্তু কম দিতেন না। কাশী, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, এবং কাশ্মীরেই তিনি তাঁহার আয়ের তিন চতুর্থাংশ অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দাতা চট্টগ্রামে অতীব বিরল।

বিশ্বেশ্বরীকে বিবাহ করিবার পর ষষ্ঠীচরণের মাসিক বেতন ১০০০৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। ঐ টাকা তাঁহার বাসা খরচেই ব্যয়িত হইত। তথাপি তিনি মাসে মাসে ১০,০০০।১২,০০০ টাকা কোথা হইতে পাঠাইতেন, এই বিষয়ে লোকের মনে একটি সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। ঐ সমস্যার আজ সমাধান হইবে। ষষ্ঠীচরণ যে সময়ে কাশ্মীরের মহারাজের নর্ম্মসচিব ও গৃহ চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন, তখন রণবীর সিংহেরই রাজত্বকাল। তখন বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপসিংহ যুবরাজ ছিলেন। কোন কারণে প্রতাপসিংহ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হন। তাহাতে রণবীরসিংহ রাগান্বিত হইয়া, তাঁহাকে যুবরাজের পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামসিংহকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ হতাশ হইয়া গেলেন এবং তাঁহার পিতার বন্ধু ষষ্ঠীচরণের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। ষষ্ঠীচরণকে প্রতাপসিংহ "ধর্ম্মপিতা" ডাকিতেন। রামসিংহ ও অমরসিংহ (প্রতাপসিংহের ভ্রাতৃদ্বয়) কবিরাজ মহাশয়কে "কাকাবাবু" ডাকিতেন। ষষ্ঠীচরণ প্রতাপসিংহকে দুই সপ্তাহকাল চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ করেন এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে মিলন ঘটান। প্রতাপসিংহ আবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। প্রতাপসিংহের মাসিক নির্দ্ধারিত বৃত্তি ৫০,০০০ টাকা হইতে ষষ্ঠীচরণকে মাসে ১০,০০০ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ দিতেন।

এই টাকা ষষ্ঠীচরণ বাড়ীতে পাঠাইতেন। তিনি private practice করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। সে সমস্ত টাকা তিনি দান করিতেন। তাঁহার আয়ের আরও একটি প্রশস্ত পথ ছিল। তাহা এই:—আপনারা সকলেই জানেন কাশ্মীর খুব সুফলা; কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যের লোভী ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারেরা, জমিদারদের সঙ্গে একত্র হইয়া ফসল ভাল হয় না বলিয়া রিপোর্ট দিয়া জমিদারদের খাজানা অনেক বাকী রাখিয়াছিল। এ বিষয় মহারাজ ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং তাঁহাকে গোপনে অনুসন্ধান করিবার ভার দিলেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে জমিদারদের নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে, ফাঁদ পাতিয়াছে মাত্র। মহারাজ ষষ্ঠীচরণকে দুইদল সৈন্য দিয়াছিলেন। তিনি ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে ষষ্ঠীচরণ যেন জমিদারদের বাড়ী অবরোধ করিয়া রাজস্বের বাকী টাকা উসুল করেন। জমিদারদের অবস্থা খারাপ দেখিলে, খাজানা রেহাই দিবার ক্ষমতাও দিয়াছিলেন। এই আদায়ী অর্থ হইতে মহারাজ, ষষ্ঠীচরণকে একটা অংশ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই ভাবেও ষষ্ঠীচরণ ৭ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার প্রায় অর্থই দানে ব্যয়িত হইত। ষষ্ঠীচরণের সৌভাগ্যোদয়ে, কাশ্মীরে নূতন নূতন শত্রুর উদ্ভব হইতে লাগিল। এইবার ষষ্ঠীচরণের অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝিয়া লচমন দাস ও দয়াল সিংহ দুইজন তদ্দেশীয় কর্ম্মচারী মহারাজ রণবীর সিংহের নিকট, ষষ্ঠীচরণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল। প্রথমতঃ মহারাজ গ্রাহ্য করেন নাই; কিন্তু শেষে যখন পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদ্বয় মহারাজকে এইকথা বলিল যে ষষ্ঠীচরণ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে যুবরাজ প্রতাপ সিংহকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সুযোগ পাইলে মহারাজের প্রাণ সংহার করিয়া যুবরাজকে রাজা করিয়া, ষষ্ঠীচরণ রাজ্যের মধ্যে

সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, তখন রণবীর, ষষ্ঠীচরণকে কিছু কালের জন্য কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাখিতে স্থির করিলেন। এইদিকে ষষ্ঠীচরণ চারিমাস কাল মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া, সস্ত্রীক লাহোরে পৌঁছিলেন। এইখান হইতে তিনি মহারাজের ও যুবরাজের নিকট তাঁহার আগমনের বিষয় জানাইলেন। সিয়ালকোট পর্য্যন্ত ষষ্ঠীচরণ বেশ আনন্দচিত্তে ছিলেন। তারপর বৃদ্ধ দেওয়ান অনন্তরামের লোকমারফত চিঠি পাইয়া, ষষ্ঠীচরণের মনের প্রফুল্লতা চলিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ, মহারাজের দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত লাহোরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠীচরণের বিচার ও পুনর্নিয়োগ।

মহারাজা নিজেই এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিতে লাগিলেন। যুবরাজ প্রতাপসিংহ ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদির গৃহাদিতেও তদন্ত করা হইয়াছিল। যুবরাজের ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ষষ্ঠীচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল না।. দেওয়ানের পরামর্শানুসারে ষষ্ঠীচরণ লাহোরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় লাহোর কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রনাথ মিত্র ও মহেশ চন্দ্র বোস মহাশয়দ্বয়ের বাসায় অস্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার নব পরিণীতা ভার্য্যা বিশ্বেশ্বরীকে বাড়ী পাঠাইলেন। লাহোর হইতে ষষ্ঠীচরণ, মহারাজের নিকট সুবিচার প্রার্থী হইয়া এক আবেদন পাঠাইলেন। এই আবেদনের পর বিচার আরম্ভ হইল। মাসের পর মাস চলিতে লাগিল তথাপি কোন খবর নাই। দেওয়ান অনন্তরামের পত্র মাঝে ২ ষষ্ঠীচরণের অন্তরে আশার সঞ্চার করিত।

বিচার কার্য্য ছয় মাসে শেষ হইল। ষষ্ঠীচরণ বেকসুর খালাস পাইলেন। পণ্ডিত বলদেব, হীরাজী পুরোহিত এবং ফকিরাজী ও জিতুসিং নামে দুইজন শরীর রক্ষক, মহারাজের হস্তলিখিত একখানা চিঠি, লাহোরে আসিয়া ষষ্ঠীচরণকে দিলেন। চিঠির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—
আপনি আমার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। আপনার বিরুদ্ধে একখানা মিথ্যা মোকদ্দমা বিচার করিতে যাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। দুঃখিত হইবেন না। শীঘ্রই আপনার কার্য্যে হাজির হউন।

মহারাজের এই আদেশ পাইয়া, ষষ্ঠীচরণ শীঘ্রই জম্বুরাজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। শত্রুগণ পরাস্ত হইল। লচমন দাস কারারুদ্ধ হইল। সওয়াল সিংহের চাকরী গেল। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদেরও অল্পাধিক শাস্তি হইয়াছিল। এই সময় ষষ্ঠীচরণের খ্যাতি, কাশ্মীর রাজ্যের ঘরে ঘরে মুখরিত হইতে লাগিল। সমস্ত কাশ্মীর রাজ্যে তিনি একনামে পরিচিত হইলেন। কাশ্মীরের লোকেরা এখন হইতে তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, যে মহারাজ ও যুবরাজ দুই জনেই ষষ্ঠীচরণের পরামর্শ লইয়া রাজ্যের অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়গুলির মীমাংসা করিতেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তিও ছিল।

গৃহচিকিৎসক হিসাবে ষষ্ঠীচরণকে রাজ পরিবারের স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই, প্রাতে ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইত। ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রাজদরবারে সভাসদ্‌রূপে, ষষ্ঠীচরণ উপস্থিত থাকিতেন। প্রায়শঃই ধর্ম্মবিষয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মহারাজের সম্মুখে বাদানুবাদ হইত। ষষ্ঠীচরণ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। বেলা তিনটার পর তিনি "সরকারী দাবাইখানাতে" কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে কাশ্মীরে

কোন দাবাইখানা ছিল না। ষষ্ঠীচরণ বহু শ্রমসহকারে মহারাজের অর্থানুকুল্যে এই দাবাইখানার প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া, কখনও, কখনও মহারাজের সঙ্গে রাজগুরু রঘুনাথজীর আশ্রমে যাইতেন। এ, ডি, কং স্বরূপে, ষষ্ঠীচরণ যুবরাজ প্রতাপ সিংহকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতেন। সময়ে সময়ে পর্ব্বাদি উপলক্ষে ষষ্ঠীচরণ মহারাজের সঙ্গে পাশা খেলিতেন ও কখনও মহারাজ ও কখন যুবরাজার সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন। এই সময়ে ষষ্ঠীচরণের তৃতীয়া পত্নী বিশ্বেশ্বরীর গর্ভে শ্রীমান হরিরঞ্জনের জন্ম হয়। তারপর ষষ্ঠীচরণ, তাঁহার প্রথম পুত্র যোগেন্দ্র মোহনকে বিবাহ করাইবার জন্য পঞ্চাগ্নি যাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজ হইতে একবৎসরের অনুগ্রহ ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন।

ষষ্ঠীচরণের প্রতিষ্ঠানাদি।

ষষ্ঠীচরণ বহু অর্থব্যয়ে পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ সমাপন করিয়া প্রায় বিশসহস্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, মগ এবং মুসলমানকে অকাতরে অন্নদান করেন। দেশীয় লোকেরা বলেন যে এরূপ জাকজমকপূর্ণ পঞ্চাগ্নি যজ্ঞের কথা তাঁহারা কখনও শুনেন নাই। চট্টগ্রামের অনেক গণ্য মান্য লোক এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তারপর যোগেন্দ্র মোহনের বিবাহ বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। একমাস ধরিয়া ষষ্ঠীচরণের বাড়ী অন্নসত্রের ন্যায় হইয়াছিল। লোকে লোকারণ্য যাত্রার অভিনয়ে, নর্ত্তকীদের নাচে, বিবিধ রকমের বাজনার শব্দে সমস্ত গ্রামটি মুখরিত হইয়াছিল। হাজার হাজার লোকের দিন দিন

নিমন্ত্রণ থাকিত। এইবারও চট্টগ্রামের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম করা গেল:— নোয়াপাড়ার জমিদার ত্রিপুরাচরণ বাবু, কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বাবু অখিল চন্দ্র সেন, গৈড়লাগ্রামের জমিদার বাবু কালীমোহন সেন, তখনকার সময়ের চট্টগ্রাম সহরের সমুদয় ডেপুটী কালেক্টার ও মুনসেফ মহোদয়গণ ও পটীয়ার মুনসেফগণ ও খাসডিপুটী প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ জমিদার বাবু উপেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য ও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের দশদিনে অন্যূন পনর হাজার লোক নিমন্ত্রণ খাইয়াছিল। তিনি স্বীয় নামে দীর্ঘিকা খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, স্বীয় জননীর নামে রাস্তা নির্ম্মাণ স্বীয়গ্রামে "ষষ্ঠীগঞ্জ" নামে হাট স্থাপন, চট্টগ্রামস্থ বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চাঁদপুরে হাট স্থাপন, চট্টগ্রাম সহরে শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরীর বর্ত্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ, স্বীয় মাতা পিতার চিতার উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পঞ্চদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ, ইষ্টদেবের চিতার উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, সীতাকুণ্ডে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা, সুচক্রদণ্ডী গ্রামে একটি নিম্নপ্রাইমারী স্কুল, একটি বলিকা বিদ্যালয়, একটি মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং কাশ্মীরে "সরকারী দাবাইখানা" নামে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় গ্রামে তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া "গিরীশ লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করেন। অধিবাসী বৃন্দের পানিয় জলের সুবিধার জন্য তিনি স্বীয় গ্রামে ও জমিদারীতে ন্যূনাধিক ত্রিশটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রামস্থ বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চান্দপুর নামক স্থানে জনৈক মুসলমান ফকিরের কবরের উপর একটি সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ষষ্ঠীচরণ যখন এই ভাবে আনন্দে দিন কাটাইতে ছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন দেওয়ান অনন্তরাম হইতে খবর আসিল মহারাজ কঠিন

রোগে পীড়িত। আপনার ঔষধ ব্যতীত আর কাহারও ঔষধ খাইতে চাহিতেছেন না। শীঘ্র আসুন। নিম্নে টেলিগ্রাফের নকলও দেওয়া গেল :— "Maharaja is seriously ill. Longs for no other Medicine except yours. Come sharp." টেলিগ্রাফ পাইয়াই ষষ্ঠীচরণ সত্বর জম্বু যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে সিয়ালকোট পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে মহারাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ষষ্ঠীচরণ পুনরায় কাশ্মীরে।

মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, ষষ্ঠীচরণ বালকের ন্যায় কান্দিয়া ফেলিলেন। অনতিবিলম্বে সিয়ালকোট হইতে কাশ্মীরে যাইয়া, ষষ্ঠীচরণ যুবরাজ প্রতাপসিংহ, অন্যান্য কুমারগণ ও রণবীর সিংহের পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে ষষ্ঠীচরণ কাশ্মীর পৌঁছিয়াছিলেন। অষ্টম দিবসে সুচতুর দেওয়ান বৃদ্ধ অনন্তরাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের ও তদীয় দেওয়ান অনন্তরামের মৃত্যুতে কাশ্মীর রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। কুমারদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় ইংরেজ হস্তক্ষেপ করিলেন। কাশ্মীর স্বাধীনতা হারাইয়া মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখার্জ্জী মহাশয় তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। একমাত্র ষষ্ঠীচরণই ভ্রাতাদের মধ্যে মিলন ঘটাইতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। প্রতাপ সিংহ কাশ্মীরের রাজা হইলেন, রাম সিংহ প্রধান সেনাপতি হইলেন। Plowden সাহেব ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে একটি শাসন পরিষদ্‌ ও গঠিত হইল। Plowden

ও কুমার অমরসিংহ ইহার সভ্য হইলেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ এই সভার সভাপতি হইলেন। ক্রমাগত ছয়মাস গোলযোগের পর কাশ্মীরে শান্তি স্থাপিত হইল। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ষষ্ঠীচরণ তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন:—

"প্রাণ প্রতিম। তোমরা খবরী কাগজে যাহা জানিতেছ তাহা কিছু সত্য, কিছু রঞ্জিত। ইংরেজ এজেন্ট বসিয়াছেন সত্য; কিন্তু কোনরূপ বিভ্রাটের বাষ্পও নাই। তবে নূতন রাজা হইলে সকল স্থানেই নানারূপ আন্দোলন হয়; অনেক বিষয় উতপ্লুত হয় নীলাম্বর বাবু (শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখার্জ্জী) প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর মহারাজ শোকে অধীর হন; আমিও দেশে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু রাজপুত্রগণ, রাজঅন্তঃপুরের মহিলাগণ, দেওয়ান উজীর প্রভৃতি বড় বড় দেশীয় রাজকর্ম্মচারী বাধা জন্মাইতেছেন। যাহা হউক, তোমরা আমার সম্বন্ধে কোনও প্রকার আশঙ্কা ভাবিয়া মনে কষ্ট নিও না। রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার শান্তি সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। ইতি ১২৯৩ বাং ১৮ই ভাদ্র।"

যখন রণবীর সিংহের মৃত্যুখবর ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিল, তখন তাঁহার পরিবারস্থ সকলে শোক প্রকাশ করিলেন। ষষ্ঠীচরণের মনে এখন পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি জানি তিনি পূর্ব্ববৎ সম্মান পান কিনা। যাহা হউক কিছুকাল পরে মনে শান্তি আসিল। তিনি নূতন মহারাজার গৃহ-চিকিৎসক ও এ, ডি, কং হিসাবে কাজ করিতে লাগিলেন। এইভাবে একবৎসর চলিয়া গেল। তারপর একদিন নূতন মহারাজ প্রতাপসিংহ ও নূতন দেওয়ান গোপনে পরামর্শ করিয়া ষষ্ঠীচরণকে ডাকাইলেন। তাঁহারা তিন জনে

পরামর্শ করিলেন যে মহারাজ প্রতাপসিংহের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারত সচিবের যোগে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ষষ্ঠীচরণের উপরেই এই গুরুভার অর্পিত হইল। তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। তিনি ভবানীপুর তেলিপারা রোডে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, বারিষ্টার ইভান্স সাহেব, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীনাথ দাস প্রভৃতি আইনজ্ঞ লোক মহোদয়গণের সঙ্গে, ষষ্ঠীচরণ তাঁহার উপর অর্পিত কার্য্যের বিষয় আলোচনা করিলেন এবং মহারাজের পক্ষ হইতে মহামান্য ভারতসচিব মহোদয়ের যোগে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় দরখাস্ত দেওয়াইলেন। এই কার্য্যের ফল কয়েক বৎসর পরে পাওয়া গিয়াছিল। মহারাজের ক্ষমতা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

ষষ্ঠীচরণ কলিকাতায় তাঁহার কর্ত্তব্য যথাসত্বর সম্পাদন করিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। এইবার বাড়ীতে বেশীদিন ছিলেন না। তিনি পুনরায় কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রও এইবার সঙ্গে ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে স্থায়ীভাবে Assistant Accountant এর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন মেন্সন্ সাহেব Collector ছিলেন। সেই পদ পূর্ণবাবু ত্যাগ করিয়া ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি সেখানে আইন পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব Collector Mensen সাহেব ষষ্ঠীচরণের একজন বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ষষ্ঠীচরণ একবার যখন চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে নিলাম ডাকিতে যান তখন Mensen সাহেব তাঁহাকে স্বীয় এজলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন দিয়াছিলেন। এতাদৃশ সন্মান চট্টগ্রামে অদ্যাপি আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠীচরণ তদীয় পত্নী বিশ্বেশ্বরী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া ষ্টীমার যোগে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। বিশ্বেশ্বরী এইবার তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই, চতুর্দ্দিকে "কাশ্মীর-রাজ-কবিরাজ" আসিয়াছেন বলিয়া একটি রব উঠিয়া গেল। এইবার তিনি কলিকাতায় ৮ মাস ছিলেন। এই খানে তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়াছিলেন। বহুশত লোক এই ৮ মাসের মধ্যে তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেওয়া গেল ঃ—

১। তালীগঞ্জের রাজা।

২। রাণী শরৎসুন্দরীর জামাতা।

৩। জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পত্নী। এই মহোদয়া বহুদিন রোগে ভুগিতেছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার এবং কবিরাজগণ তদীয় পত্নীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। সর্ব্বশেষে তাঁহার চিকিৎসার ভার ষষ্ঠীচরণ কবিরাজের উপর প্রদত্ত হইল। তিনি এক সপ্তাহ কাল চিকিৎসা করিয়া রোগিণীকে নিরাময় করেন।

৪। রেজিষ্ট্রেসন্ বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর জেনেরেল হরিচৈতন্য ঘোষ মহাশয়ের কন্যা।

৫। কলিকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক শশিভূষণ বোস মহাশয়ের পুত্র।

৬। সাহেবগঞ্জ চক্‌গয়ার জমিদার ব্রজভূষণ লাল অগস্ত্য।

৭। রেজিষ্ট্রেসন্ বিভাগের ইন্‌সপেক্টর জেনেরেলের পার্সনেল এসিষ্টেণ্টের ভগিনী। ইত্যাদি—

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষষ্ঠীচরণ বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিতেন। ইহাতে অনেক বিশিষ্ট কবিরাজের ও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তৎপর তাঁহারা সকলে, তাঁহাকে টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতে অথবা সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া, ষষ্ঠীচরণ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্র কাশ্মীরে চলিয়া যান। কলিকাতায় তাঁহার আটমাস কাল অবস্থান সময়ে পাল্কীতে ও গাড়ীতে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ এত অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হইত যে, তাঁহাদিগকে তামাক ও পান দিবার জন্য তিনজন চাকরকে অবিশ্রান্ত খাটিতে হইত।

কলিকাতায়, মহারাজের কার্য্য সমাধা করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণ প্রস্তুত হইলেন এবং যাত্রার পূর্ব্বে ষষ্ঠীচরণ তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রমোহনের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখিয়াছিলেনঃ—

"মহারাজ ও রাজা রামসিংহের পত্র পাইয়াছি। আমার দ্বারাই রাজভ্রাতৃগণের মিল হইবার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। আমি সত্বরই জম্বু রওয়ানা করিব। ৺ কাশী ১০। ১২ দিন বিলম্বের সম্ভব। অন্য কোথাও অপেক্ষা করিবনা। শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বাণারস হইতে প্রত্যাগমন করিলে শ্রীমান্‌কে বাড়ী পাঠাইয়া অগৌণে এখান হইতে যাত্রা করিব। বাবা জানিও আমি ভ্রাতৃবৎসল ও পুত্র বৎসল। শ্রীমান হরি তোমার পুষ্য দাস। আমি একদিনের জন্যও সাংসারিক কোন ও প্রকার ভাব ভাবি নাই। শ্রীশ্রীশঙ্করপুরী স্বামিজীর কৃপায় সবই মঙ্গল হইবে। আমি প্রালব্ধবাদী, তথাপি পুরুষার্থ তৎপর।........."

ষষ্ঠীচরণের উপরিউক্ত চিঠি হইতে এবং মহারাজ প্রতাপসিংহের ও অন্যান্য কুমারগণের চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ষষ্ঠীচরণের নিকট যে সমস্ত চিঠি লেখা হইত, তাহাতে ষষ্ঠীচরণের নামের পূর্ব্বে

১১টী শ্রী লিখা হইত। প্রতাপসিংহ নিজের নামের পূর্ব্বে—"সেবক পুত্র, দাস প্রতাপসিংহ" এই প্রকার লিখিয়া ধন্য হইতেন। অন্যান্য কুমারগণ তাঁহাকে "কাকাবাবু" ডাকিতেন। নিম্নে মহারাজ প্রতাপ সিংহের একখানা চিঠির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া গেল। :——শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, শ্রী, ধর্ম্মপিতা শ্রীবাবুজি মহারাজ শ্রীবাবু ষষ্টীচরণজি আপনার কৃপাপত্র আপনার পুত্র প্রতাপসিংহের নিকট পঁহুছিয়াছে। আপনার পুত্র প্রতাপসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। শ্রীবালামাই শ্রীগুরুজী শ্রীধর্ম্মপিতা শ্রীবাবুজি মহারাজের চরণের প্রতাপ আপনার প্রিয়পুত্র ৮৩ বৎসর আয়ুঃ সুখে ভোগ করিবে। সমুদয় দুঃখ শাপ, দুষ্টরোগ, নেত্ররোগ ইত্যাদি হইতে ৮৩ বৎসর আপনার প্রিয়পুত্রকে আপনি রক্ষা করিবেন। রামসিংহ ও অমর সিংহের উপর মহারাজার অত্যন্ত প্রীতি এবং আমার উপর মহারাজের কোপ ও ভ্রম অত্যন্ত অধিক। মহারাজের কোপ যাহাতে বারণ হয় এবং মহারাজের প্রীতি যাহাতে দাসের উপর অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা আপনার করিতে হইবে। এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করে। × × × × × প্রভু, প্রতাপসিংহ ভক্তি পূর্ব্বক আপনার চরণামৃত পান করিবে। × × × × × প্রভু, ৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র প্রতাপ সিংহ ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক আপনার ও গুরুজির চরণ সেবা করিবে। পুত্র প্রতাপসিংহের নমস্কার মাতাজির চরণে জানাইবেন। আপনার কৃপায় শুভ পুত্রেষ্টী ফল আপনার দাসী পাটানী পাইবে। × × × × × পুত্র প্রতাপসিংহের উপর কৃপা রাখিবেন। পুত্র প্রতাপসিংহ আপনার চরণের দাস বটে।

পুত্র সেবক দাস প্রতাপসিংহ।

বারাণসী হইতে পূর্ণচন্দ্রকে ষষ্ঠী আনাইলেন এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আনন্দভোগ করিবার জন্য বাড়ী পাঠাইলেন। তারপর তিনি বৈদ্যনাথ হইয়া জম্বু যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। বৈদ্যনাথ পৌঁছিলেই, ষষ্ঠীচরণের রক্তামাশয় হয়। ঐ রোগ ক্রমশঃ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। তিনি তাড়াতাড়ি বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার বারাণসীস্থ ভবনে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে যখন সকলই আনন্দে উচ্ছ্বসিত, তখন নীলাম্বরের নিকট ষষ্ঠীচরণের দুরারোগ্য ব্যাধির বিষয়ে তার আসিল। রোগীর মঙ্গলবিধানার্থ যাগযজ্ঞাদির সুসমাপ্তির জন্য পূর্ণচন্দ্রকে বাড়ীতে রাখিয়া, নীলাম্বর ও দিগম্বর, যোগেন্দ্র মোহনকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পূর্ণচন্দ্রের মানসিক অবস্থা সহজে অনুমেয়। পূর্ণচন্দ্র বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণ, পূর্ণচন্দ্রকে বাড়ী আসিবার সময় যে ভাবে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তিনি সে কথা মনে করিলেই, চোখে অশ্রু দেখা দিতে লাগিল। শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে জানিতে পারিয়া, ষষ্ঠীচরণ সমান চারিভাগে সম্পত্তি ভাগ করিলেন। চারি আনা সম্পত্তি নীলাম্বর পাইবেন, চারি আনা দিগম্বর পাইবেন। চারি আনা পূর্ণচন্দ্র পাইবেন ও তাঁহার পুত্রগণ—যোগেন্দ্র মোহন ও হরিরঞ্জন প্রত্যেকে দুই আনা পাইবেন—এই মর্ম্মে উইল লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে, ষষ্ঠীচরণের ভ্রাতৃগণ ও দর্শকবৃন্দ অতিশয় আপত্তি উত্থাপন করিলেন। শেষে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উইল পত্র স্বাক্ষর করিলেন—চারি আনা অংশ নীলাম্বরকে, তিন আনা অংশ দিগম্বরকে, তিন আনা অংশ পূর্ণচন্দ্রকে এবং যোগেন্দ্র মোহন ও হরিরঞ্জনের মধ্যে প্রত্যেককে তিন আনা অংশ দিলেন। সুরূপা ও বিশ্বেশ্বরীকে উপযুক্ত পরিমাণে মাসিক বৃত্তি দিলেন।

এই উইল পত্র স্বাক্ষর করিবার কয়েক ঘণ্টা পরে "ওঁ তারকব্রহ্ম ওঁ" বলিতে বলিতে ষষ্ঠীচরণ, ৫২ জন পরিপূর্ণ একটী সংসার শোকসাগরে ভাসাইয়া, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ধামে মানব লীলা সংবরণ করিলেন। তিনি বাৎসরিক ৭০০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ টাকার উপরে মহামূল্য জহরতাদিও রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১২৯৬ বাংলার অর্থাৎ ১৮৮৯ ইংরেজীর ১৬ই ভাদ্র, ৫৩ বৎসর, ৭ মাস ও ১১ দিবস বয়সের সময় তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠীচরণ মরিয়াছেন আজ বহু বৎসর। তথাপি চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নরনারীর মুখে তাঁহার পুণ্যনাম উচ্চারিত হইতেছে। তাঁহার গ্রামের অনেক লোক, এই সামাজিক ও সাংসারিক দুর্গতির দিনে কেহ তাঁহার দানের কথা, তাঁহার ধর্ম্মের কথা, কেহ তাঁহার ত্যাগের কথা, কেহ তাঁহার ভ্রাতৃবাৎসল্যের কথা, আর কেহবা তাঁহার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা কহিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করেন। উপসংহারে, আমার বক্তব্য এই যে ষষ্ঠীচরণের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি চট্টগ্রামে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি একাধারে একটি স্বাধীন রাজার এ, ডি, কং (নর্ম্মসচিব) ও গৃহচিকিৎসক এবং তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ, সাহিত্যিক, পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, হিন্দু-ধর্ম্মের সমর্থন কর্ত্তা, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, দান-বীর, বহু অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তা, স্বদেশ সেবক, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষায় সাহায্যদাতা ও সৎসাহসের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর, আর কোথায় চট্টগ্রামের ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ! ইহা চট্টগ্রামের অত্যান্ত গৌরবের বিষয়; শুধু চট্টগ্রাম কেন, সমস্ত বাঙ্গালারই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

যে দিন কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের বিমাতাকে কঠিন অশ্মরী রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ডাক্তারগণ অপারগ হইয়াছিলেন, তখন সুদূর চট্টগ্রামের কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ, রাজ-মহিষীর আরোগ্য বিধান করিয়া কি বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করেন নাই? সেইদিন কি পৃথিবীর ইতিহাসে, বর্ত্তমানযুগে অবজ্ঞাত, ঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিজয়-নিনাদ ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত শ্রুত হয় নাই? কিন্তু চট্টগ্রামের সে গৌরবের দিন এখন আর নাই। আর আসিবে কিনা, কে জানে?

ষষ্ঠীচরণের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপসিংহ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য ৮০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে কাশ্মীর মহারাজ তদীয় রাজ্যের অফিসাদি এক দিনের জন্য বন্ধ দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে মহারাজা প্রতাপসিংহ এক পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। এই খবর তিনি যথা সময়ে ষষ্ঠীচরণের পরিবার বর্গের নিকট তারযোগে জানাইয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণের পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে ও তারযোগে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছিল। শোকের বিষয়, ঐ মহারাজ কুমার শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ষষ্ঠী-প্রসঙ্গ

১। কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থান কালে, ষষ্ঠীচরণ লোক মুখে শুনিতে পাইলেন যে কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বতের কোন

গহ্বরে একজন মহাত্মা বাস করেন। ষষ্ঠীচরণ তাহা শুনিতে পাইয়া জনৈক সন্ন্যাসির সঙ্গে উক্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চলিলেন। অতিকষ্টে গহ্বরের কাছে গিয়া দেখেন যে সাধু সমাধিমগ্ন। তাঁহারা, তাঁহার বয়স প্রায় ১০০০ বৎসর হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কপালের চর্ম্মের সঙ্গে গালের চর্ম্ম প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। চক্ষু প্রায় আবৃত। সমাধি অবস্থায় সাধু ৪ দিন কাটাইয়া দিলেন। ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে খাদ্য যাহা ছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। পঞ্চম দিন সাধুর সমাধি ভঙ্গ হয়। তখন ষষ্ঠীচরণ সাধুর সঙ্গে আলাপ করিলেন। সাধু, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং ষষ্ঠীচরণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে শুভ-দৃষ্টি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন। ষষ্ঠীচরণের ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য, ঐ সাধু তাঁহাকে দুইটি গাছের পাতা দিয়াছিলেন। একটিতে ষষ্ঠীচরণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছিল। আর একটি তিনি রাখিয়া দিয়াছিলেন। কাল সহকারে তাহা হারান গিয়াছে।

২। ষষ্ঠীচরণ, তাঁহার পিতার শ্মশানের উপর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তন্নিকটস্থ স্থানে "পঞ্চাগ্নি যাগ" সমাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে একদিন এক ত্যাগী মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। তিনি লোকালয়ে থাকিতেন না। এই জন্য তাঁহার থাকিবার স্থান ঐ শিব মন্দিরেই করা হইয়াছিল। গভীর রাত্রিতে ঐ সন্ন্যাসী একজন স্ত্রী লোক দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী প্রথমে কুলবধূ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে ঐ স্ত্রীলোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন, যে ঐটী দেবতা। এই ঘটনা সন্ন্যাসী ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন।

৩। পাঞ্জাবে "লাকৃড়ী বাবা" নামে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ষষ্ঠীচরণকে বড় স্নেহ করিতেন। ঐ সন্ন্যাসী সমাধি লইবার পূর্ব্বে, ষষ্ঠীচরণকে একটি স্বর্ণমণ্ডিত কবচ দিয়াছিলেন। তিনি এই কথাও বলিয়াছিলেন যে ষষ্ঠীচরণ যেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ কবচ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া যান। ষষ্ঠীচরণ ঐ কবচ স্বনামধন্য জমিদার রায় প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর মহাশয়কে দিয়াছিলেন।

৪। ভারতবর্ষের দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীশ্রীগঙ্গাগির স্বামীজির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি সাধক শ্রেষ্ঠ পৃথ্বীগিরের শিষ্য ছিলেন। গঙ্গাগির অন্নপূর্ণা-সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। একবার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে একবার স্বামীজি কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণ অনেক পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহাদের সেবা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রিতে ৫০ জন লোকের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য স্বামীজিকে দেওয়া হইয়াছিল। স্বামীজি তাঁহার নিয়মানুযায়ী নিজে সমস্ত কার্য্য করিয়া অন্নপূর্ণার ভোগ তৈয়ার করিয়াছিলেন। নিজে পরিবেশন করিয়া ২৫০ জন লোককে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইয়াছিলেন। ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে তিনি নিজে আহার করিবার পর, আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। কাজেই সকলকে না খাওয়াইয়া তিনি নিজে কিছু মুখে দিতেন না।

৫। ষষ্ঠীচরণ বড় সাধুভক্ত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যে ভাবে সাধু সন্ন্যাসীর জমায়েত হইত, চট্টগ্রামের আর কোথাও তেমন হইত কিনা সন্দেহ। এক এক জমায়েতে ২০।২৫।৫০।৬০ জন করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পঞ্চাগ্নি যাগের সময়ে প্রায় ২০০ সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীচরণের বাড়ীর সম্মুখের দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকেই তাঁহাদের ধুনি জ্বলিতেছিল। ষষ্ঠীচরণের বাড়ীর সম্মুখে কালীবাড়ী ও শিববাড়ী আছে। তদুপরি ২০০ সাধু সমাগম। সাধুদের আরতি, শিঙ্গাধ্বনি এবং স্তোত্রপাঠ প্রভৃতিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। তখন ষষ্ঠীচরণের বাড়ীটাকে "দ্বিতীয় বারাণসী" বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

৬। ষষ্ঠীচরণ বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর চরণ ধুলি না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রতিদিন মাতৃদেবীর চরণামৃত পান করিতেন। মাতৃআজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করেন নাই।

৭। ষষ্ঠীচরণের শরীরের বর্ণ কাল ছিল। তিনি লম্বা ছিলেন। শরীর খুব সুদৃঢ় ছিল। তাঁহার হাত ও পা পদ্ম ফুলের মত লাল ছিল। তিনি খুব দাতা ছিলেন। তিনি একটাকা, দুই টাকা দান করিতেন না। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে তিনি মুঠে মুঠে টাকা দান করিতেন। হাজার হাজার টাকা থাকিলেও তিনি বাক্সে বা সিন্দুকে চাবি দিতেন না। কেন না তাঁহার গুরুজী বলিয়াছিলেন যে বাক্সে বা সিন্দুকে তালা আটকাইলে তাঁহার অর্থাগমের পথ সুগম থাকিবে না। এইজন্য তিনি কখনও বাক্সে বা সিন্দুকে তালা আটকাইতেন না। তাঁহার অত্যধিক দান দেখিয়া ষষ্ঠীচরণের তৃতীয় ভ্রাতা দিগম্বর তাঁহাকে বলিলেন "আপনি এত দান করিতেছেন! আমাদের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতেছেন। অথচ আপনার অবর্ত্তমানে আমরা কি করিয়া চলিব তাহার কোন বন্দোবস্ত করিতেছেন না।" ইহা শুনিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন— "আমি যত দান করি, আমার তত বেশী আয় হয়। আজ তোমরা তাহার পরীক্ষা কর। তারপর ষষ্ঠীচরণ, তাঁহার নিকট যত টাকা ছিল, সব দান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই দিকে "পঞ্চাগ্নি যাগ" ও তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্র মোহনের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। টাকা পয়সার সঙ্গে দেখা নাই। তথাপি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান। সকলেই বিস্মিত। প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা খরচ পড়িবে। টাকা কোথায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ২।১ দিনের মধ্যে কাশ্মীরের মহারাজ হইতে নগদ ৫০,০০০ হাজার টাকা আসিয়া উপস্থিত। দরকার হইলে আরও ২০।৩০ হাজার টাকা পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ষষ্ঠীচরণের ভ্রাতারা, তাঁহাকে দান ব্যাপারে আর বাধা দেন নাই।

৮। ষষ্ঠীচরণ ও কবি দুর্গাচরণ পাঠক, কোন সময়ে চট্টগ্রামে শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরী দর্শনে গিয়াছিলেন। আজ বহুবৎসরের কথা। তখন চট্টেশ্বরীর কোন মন্দির ছিলনা। একখানা খড়ের ঘরে দেবী স্থাপিতা ছিলেন। তখন সন্ধ্যার সময় একটী বাতি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে উক্ত মহাত্মাদ্বয় সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণ দুই টাকা ও পাঠক মহাশয় এক টাকা প্রণামি দিলেন। ইহা দেখিয়া পূজারি ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। কারণ এযাবৎ কেহ চারি আনার উপর প্রণামি দেয় নাই। পূজারি ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীচরণের নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলনা। এই সময়ের কিছুকাল পরে, ষষ্ঠীচরণ ঐ খড়ের ঘরের স্থানে দুইসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চট্টেশ্বরীর বর্ত্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরটি ষষ্ঠীচরণেরই কীর্ত্তি।

৯। ষষ্ঠীচরণের চট্টগ্রামস্থ ভবনে, বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নর্ম্মাল ত্রিবার্ষিক পড়িতেন। তিনি ষষ্ঠীচরণের বন্ধু ছিলেন। নিদ্রাত্যাগ করিয়া, বিশ্বম্ভর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিতেছিলেন। ষষ্ঠীচরণ বলিলেন — "তোমার জন্য ঘুমাইতে

পারিতেছিনা। তুমি কি পড়িতেছ?” তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন— এ কবিরাজী — ব্যবসায় নয়। তখন মুগ্ধবোধের সমস্ত সূত্রগুলি মুখস্থ বলিয়া, ষষ্ঠীচরণ, বিশ্বম্ভরের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন।

১০। ষষ্ঠীচরণ মীমাংসাদি করিতে বড়ই সিদ্ধহস্ত ছিলেন; সীতাকুণ্ডে মোহন্ত কিশোরবনের সঙ্গে তত্রত্য অধিকারিদিগের বহুবর্ষ ব্যাপী বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। চট্টগ্রামের অনেক বিশিষ্ট লোক এই কলহ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। কবিরাজ মহাশয় এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সীতাকুণ্ড তীর্থে গমন করেন ও তথায় একটি বিরাট নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। বহুসহস্র লোক এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। অবশেষে সীতাকুণ্ডের মোহন্তকেই অধ্যক্ষ পদে বরণ করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কবিরাজ মহাশয়ের সহৃদয়তায় ও শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মোহন্ত ও অধিকারীদিগের মধ্যে মিলন করিয়া দিয়াছিলেন।

১১। শাল বিতরণ ষষ্ঠীচরণের জীবনের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি শত শত সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্রকে কম্বল, শাল ও আলোয়ান বিতরণ করিয়াছিলেন।

১২। চট্টগ্রামের কোন জমিদারের সঙ্গে, ভরট পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে, ষষ্ঠীচরণের মনোমালিন্য ঘটে। ষষ্ঠীচরণ একরাত্রিতে ঐ পুকুর খনন করাইয়া ফেলেন। ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। দেশীয় কয়েকজন কুচক্রী লোককে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একরাত্রিতে স্বীয় গ্রামে প্রায় এক মাইল লম্বা রাস্তা নির্ম্মাণ করান। এই সমস্ত ব্যাপারে কবিরাজ মহাশয়, তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা নীলাম্বরের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

১৩। ষষ্ঠীচরণ কাশ্মীরে যাইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রামে কবিরাজী ব্যবসায় করিয়াও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে সমাজের এই নিয়ম ছিল যে কোন সভায় কোন সম্মানার্হ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, সভাশুদ্ধ লোক উঠিয়া দাঁড়াইত। ষষ্ঠীচরণ ও এতাদৃশ সম্মান বরাবর পাইয়া আসিতেছিলেন। তথাপি পটিয়া থানার অন্তর্গত গৈড়লা গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে উচিত সমাদর করিবেন না বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের যাত্রামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে ষষ্ঠীচরণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণ তথায় যাইবার পূর্ব্বেই এই পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, তিনি আসিলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না। তাঁহার বসিবার স্থানও সভার একপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সেই বিবাহে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার আন্নরালী খাঁ উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভার শ্রেষ্ঠ স্থানেই উপবিষ্ট ছিলেন। ষষ্ঠীচরণ পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া সভায় প্রবেশ করিবামাত্র আর কেহ না উঠিলেও আন্নরালী খাঁ সর্ব্ব প্রথম দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং "কাকু আসুন" বলিয়া ষষ্ঠীচরণকে স্বীয় গাদি ছাড়িয়া দিলেন। আন্নরালী খাঁ দণ্ডায়মান হইবামাত্র ষড়যন্ত্র কোথায় ভাসিয়া গেল। সভাস্থ সকল লোক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

১৪। ষষ্ঠীচরণ কি ভাবে লোক বশ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে ঃ— তিনি কাশ্মীর মহারাজের গৃহ-চিকিৎসক ও এ, ডি, কং ছিলেন। এ, ডি, কং শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণ লোক জানিতেন না। তাহারা ষষ্ঠীচরণকে, জম্বুমহারাজের মন্ত্রী বলিয়া জানিতেন। একদিন তিনি চট্টগ্রাম সহরে পাল্কী করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার পেছনে পেছনে অনেক লোক ছুটাছুটি

করিতেছিল। তখন বিভাগীয় কমিশনারের Personal Assistant এর বাসায় মুন্সেফ ও ডেপুটিগণ একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন — "এই বেটা আবার কে?" এই কথা ষষ্ঠীচরণের কাণে লাগিয়াছিল। তিনি এই কথা শুনিয়া কোন প্রকারের বিরক্তি ভাব দেখান নাই। পরদিন প্রাতে তিনি ডেপুটী ও মুন্সেফ্ মহোদয়গণকে, স্বীয় বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ষষ্ঠীচরণের আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণের চট্টগ্রামে অবস্থান কালে, তাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন।

ষষ্ঠীচরণের পুত্র ও ভ্রাতাগণ।

পুত্রগণঃ— ১। কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন মজুমদার মহাশয় দানে মুক্তহস্ত এবং পরোপকারী। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায়, ভারতের অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছেন।
২। ষষ্ঠীচরণের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন মজুমদার এম, এ, ভিষগাচার্য্য মহাশয় ও কাশ্মীরের মহারাজ প্রতাপসিংহের নিকট হইতে ২০০ টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল ও ৩০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিরঞ্জন যুক্ত প্রদেশের, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া কমিশনের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বিশিষ্ট ডাক্তার ব্যতীত কোন কবিরাজ এইপদে নির্ব্বাচিত হন নাই। হরিরঞ্জন এখন দিল্লিতে কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছেন। তথায় দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ভ্রাতাগণ ঃ— ১। ষষ্ঠীচরণের দ্বিতীয় ভ্রাতা নীলাম্বর ও একজন বহুদর্শী কবিরাজ এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দেশের মোকদ্দমাগুলি নিজেই মিমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার বিচারে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকিত। তিনি জরীপের কাজে বড় বিচক্ষণ ছিলেন। ইনি পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একাগ্নি যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। ইনি জাতিস্মর ছিলেন। বরিশালের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর দেখিতে না পাইয়া তিনি ধন্না দিলেন। তিনি রাত্রে এই মর্ম্মে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনে যাইতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি (ব্রাহ্মণ জমিদার) বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা এই দুঃখ নিয়া মরিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বপ্নে বলিলেন — "তোমার পিতা পরজন্মে চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে কালিদাস কবিরাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাম নীলাম্বর মজুমদার। যদি তাঁহাকে আনিতে পার, তাহা হইলে আমার দর্শন লাভ ঘটিবে, নচেৎ হইবে না।" ঐ জমিদার বাবু একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় একটি বেগ হাতে করিয়া, নীলাম্বরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলাম্বরকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং নিজ খরচে নীলাম্বরকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। নীলাম্বর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া গেলেন না, তবে ঐ জমিদার বাবুকে বলিলেন — "বাবা, আপনার উপর আমার কোন রাগ নাই। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে দেবদর্শনে অনুমতি দিলাম। যদি দর্শন নাপান, তাহা হইলে তার যোগে খবর দিবেন। আমিও পুরী যাত্রা করিব।" এইবার ঐ জমিদার বাবু পুরীতে গিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন। নীলাম্বরের তিন পুত্র মহেন্দ্র, ইন্দ্র ও সুকুমার।

মহেন্দ্র ও সুকুমার ব্যবসায়ী। ইন্দ্রকুমার এফ, এ, পাশ করিয়া বারাণসী ধামে কবিরাজী শিক্ষা করেন। এখন চট্টগ্রাম সহরে কবিরাজী করিতেছেন। ২। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দিগম্বর চট্টগ্রাম কালেক্টরীর একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীচরণের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ সস্ত্রীক ২।৩ বার ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার সাধুসেবা উল্লেখযোগ্য। ইনি বারাণসীতে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দিগম্বরের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মজুমদার মহাশয় বি, এল, পাশ করিয়া পটীয়া মুন্সেফী আদালতে ওকালতী করিতেছেন। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তিনি সাহিত্যানুরাগী এবং সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া থাকেন। ৩। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত লোক। তাঁহার বিনয়, শিষ্টাচার এবং স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা একান্ত প্রশংসনীয়। তিনি এক সময়ে চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে কেরাণী ছিলেন; কিন্তু চিরদিন বিদ্যানুরাগী বলিয়া সেই পদ ত্যাগ করিয়া, তিনি পটীয়া হাইস্কুলে প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন সুলেখক। তাঁহার রচিত "কল্পনা প্রসূন" একখানি সুন্দর কাব্য। ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। তিনি ইংরেজীতে ও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজী কবিতা পড়িয়া চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ ডিক্সন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ লুসন্, তাঁহাকে English Poet অর্থাৎ "ইংরাজ কবি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিছুদিন হইল তিনি যুবক শিক্ষকদিগের সুবিধার জন্য শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে — "The Teacher and the Art of Teaching" নামে একখানা সুপাঠ্য ও সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়া সুধীবর্গের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ইংলিশম্যান ও জ্যোতিঃ প্রভৃতি

পত্রিকায় The teacher and the Art of Teaching সম্বন্ধে প্রশংসা পূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান রিভিউ বলেন—

It contains hints and suggestion for teaching. They are gathered with care and intelligence and would be of practical help, particularly to young teachers that have to teach young boys and children.

ইংলিশম্যান বলেন—"The teacher and the Art of Teaching", This book is the title of an interesting booklet, written by Babu Purna Chandra Majumdar, teacher of the Patiya H. E. School. It contains useful instruction regarding the method of teaching, and cannot be ignored by those who have taken to teaching as their life profession.

জ্যোতিঃ বলেন :—We have received a small but a useful treatise named "On the Teacher and the Art of Teaching" by Purna Chandra Majumdar, Second Master of the Patiya High English School. Babu Purna Chandra Majumdar is a veteran educationist and any thing spoken or written by him in connection with the teaching of young boys is sure to commend our highest respect. As a teacher, Babu Purna Chandra Majumdar has an admiration for his own profession and he describes a teacher as one who soars in regions which ordinary men can not approach, who respects the abstract and ignores the concrete, who rejects what is material and accepts what is mental, who has to deal with what is innocent and what is pure. This is really fascinating picture of the profession of tutors, who as a class are denounced as

৬—

men of no significance and devoid of practical common-sense. People of this country are generally in the habit of belittling the importance of the art of teaching. Babu Purna Chandra Majumdar has, we are glad to see treated this subject in his interesting pamphlet as something belonging to the dominion of Psychology and Ethical science. He has put before his readers in an elegant language and chaste style the science of teaching young learners in a nut-shell. The book is in fact the product of a teacher's life-long experience and not a mere string of new-fangled ideas of doctrinaire idealist or dilettante teacher who has adopted the tutorial profession only as a stepping stone to some other lucrative profession. There are many interesting hints of a novel character which will really be very useful to those who have taken to teaching as their profession in life. There are also many things in this little book which will be of immense help to young students. We strongly recommend this book to the notice of our students and teachers and the literary public who are interested in the promotion of education in a right line among our boys. We are very glad to learn that some gentlemen belonging to several learned professions living so far off as Mysore the Central Provinces and the Punjab ordered for a few copies of the book. It is a far cry from Chittagong to Mysore, and this demand of the book from far off corners of our country shows that real merit is always applauded and appreciated everywhere.

পূর্ণ বাবুর সহধর্ম্মিণী দয়াময়ী দেবী—বিদুষী, ধার্ম্মিকা, নিত্যধ্যানপরায়ণা পরোপকারিণী, অতিথিসেবাতৎপরা, পতিগত প্রাণা এবং মূর্ত্তীমতী দয়া ছিলেন। তিনি দেশের "মা" ছিলেন। গরীব দুঃখীকে অন্নবিতরণ এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ বিতরণ—তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি কাশী, হরিদ্বার, গয়া, পুরুষোত্তম, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক তীর্থ—ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন শিবার্চ্চনা করিতেন এবং বিষ্ণুকে সচন্দন তুলসী দিতেন। তিনি-অধিকাংশ পুরাণ নিজে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চণ্ডীচরণ গুহ। মাতার নাম নারায়ণী দেবী। পূর্ণ বাবুর তিন্ পুত্র-দুর্গাবর, বরদাবিনোদ ও নলিনীরঞ্জন। দুর্গাবর চট্টগ্রামে কালেক্টরীর কেরানী ছিলেন, কিন্তু শিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া ঐ পদ ত্যাগ করেন এবং শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছেন। বরদাবিনোদ কবিরাজী করেন। তিনি স্বীয় গ্রামে শ্রীশ্রী মগধেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা ও স্থাপন করিয়াছেন। নলিনীরঞ্জন চট্টগ্রামে Burmah Oil Company তে কেরাণীর পদে নিযুক্ত আছেন।

পূর্ণ বাবু তাঁহার রচিত "কল্পনা প্রসূন" নামক কাব্যে বিধবার 'আদর্শ জীবন" সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ—

বালিকা বিধবা বলে কিশোরী জীবনে,
ডরে না কিশোরী, নাথ, স্বধর্ম্ম পালনে;
শিক্ষিতা বিধবা সতী উত্তরা সুন্দরী,
ভাবিবে দৃষ্টান্ত, কান্ত, তোমার কিশোরী।
থাকহ নিশ্চিন্ত নাথ, থাকহ নিশ্চিন্তে,
তব বিদ্যমানে দাসী করিত যে চিন্তে,

করিবেনা ২, করিবেনা, প্রভু,
সে চিন্তা বিহনে দাসী, অন্য চিন্তা কভু।
যে আঁখি রাখিয়া গেছ কিশোরীর চোখে,
কিশোরীর আঁখি সদা সেই আঁখি দেখে,
যে পাদুকা রেখে গেছ কিশোরীর গেহে
আলিঙ্গিছে সে পাদুকা কিশোরীর দেহে।
যেই প্রাণ লয়ে গেছ অমর ভবন,
কিশোরীর প্রাণ তার লয়েছে শরণ!
হউক সুবর্ণ-পুরী সুন্দর গঠন,
করিবেনা তব দাসী তাহে পদার্পণ।
হউক ভবনে তব হিংস্রকের বাস;
উপেক্ষিবে দাসী তায় স্বর্গ অভিলাষ,
রতনে খচিত-গৃহ সহস্র মহল,
ভাবিবে কিশোরী তব নিরয়ের স্থল।
তোমার তৃণের ভগ্ন কুটিরের ধারে,
আলিঙ্গিবে সুখে দাসী বাদলে ভাস্করে,
চন্দ্র, সূর্য্য মত মণিময়—অলঙ্কার,
কিশোরীর পক্ষে সব কণ্টক বা চাড়।
বৈধব্য-উচিত-গঙ্গা-মৃত্তিকা-লিখিত,
"তব নাম-অলঙ্কারে" হবে পুলকিত;
ইন্দ্রানীর পরিচ্ছদে মুছিবে না পদ
তব নামাঙ্কিত শত জীর্ণ পরিচ্ছদ।
অথবা বল্কল হোক প্রাদেশ প্রমাণ,
ঢাকিবে কিশোরী লজ্জা, ভাবিবে গুমান,

চন্দন, আতর, চুয়া, সুগন্ধি নিচয়,
কিশোরীর পক্ষে সব পূতিগন্ধময়।
বর্ষায় তোমার ভগ্ন কুটিরে শয়নে;
গায়ের কর্দ্দম ঘ্রাণ জিনিবে চন্দনে,
অমর-রক্ষিত-সুধা হউক নৈবেদ্য,
কিশোরীর পক্ষে সব ঘৃণিত অখাদ্য।

তব কুটিরের শাক দিনান্তে ও যদি,
ঘটে কিম্বা নাই ঘটে, সাক্ষি থা'ক বিধি.
তব নাম স্মৃতি-সুধাপানে যদি মরি,
সুধাপানে অমরত্ব ভাবিবে কিশোরী।
মণি, মুক্তা, হীরা শত সম্রাটের ধন
ভাবিবে কিশোরী তব স্ফুলিঙ্গ মতন.
রাজরাজেশ্বরী পদ শ্মশান তাহার,
তব নামে ভিক্ষা-ঝুলি প্রিয় চন্দ্রহার।

মানবের শত বর্ষ আয়ু পরিমাণ,
তব ধ্যানে কিশোরীর মূহূর্ত্ত সমান,
দুরন্ত যৌবন কিম্বা শত প্রলোভন.
পারিবেনা সেই ধ্যান ভাঙ্গিতে কখন।
আজি হতে কিশোরীর ভাগ্য হবে যার
কিশোরী হইবে ভবে দৃষ্টান্ত তাহার,
ফলতঃ সাধের মত কিশোরী বিধুবা,
সম্ভবে কি সেই সাধ নরলোকে পূরা?
গিয়েছ অমরে নাথ আসিতেছে দাসী,
মিটাব মনের সাধ চিরসুখে পশি,

এই উপহার নাথ এই কথা গুলি
নাহি জানি আর দাসী, বল যদি বলি।
থাকে যদি আরো কিছু প্রিয়তর তব,
করিবে প্রতিজ্ঞা দাসী পালিবে সে সব!
কৃতজ্ঞতা সহকারে এই উপহার,
অর্পিল কিশোরী নাথ চরণে তোমার।
নিশ্চিন্তে করহ কান্ত স্বর্গে অবস্থান
রাখিবে কিশোরী তব কুল, লজ্জা, মান।

নিম্নে পূর্ণবাবুর রচিত দুইটী ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল

VERNAL BLESSINGS

I.

The earth, the moon have their way;
In their race they do not stay.
So in the path saints have trod,
Give me strength to walk, O Lord!

II.

Air moves and is not at rest;
Time flies fast as it can bset;
Let not this weak hand go odd;
Give me strength to work, O Lord!

III

I am sin, and born in sin,
I do sin, and live in sin,
I sink in sin; so the rod
Give me strength to kiss, O Lord!

IV.

I am Sod and shall be Sod;
My soul is Ghost, Ghost is God;
At the call of heart I nod.
Give me strength to wake, O Lord

V.

There roars the sky; ring the bell;
There rills the brook; tolls the knell;
All are un to sing of God;
Give me strength to pray, O Lord;

VI.

As calf with cow; lamb with dam;
As babe with dame; all with mam;
Young with hen ; so with the Word
Give me strength to keep, O Lord !

VII.

All that hath life longs for home—
Cell or dell or den or dome;
Mine is one to where I plod;
Give me strength to get, O Lord!

A PANEGYRIC.

Thou Almighty Father to thee I pray,
On me bestow strength to compose a lay.
A man there is, a man shall he e'er be ;
Among thousands of his caste and creed
Amidst countless men far beyond the sea
Along he moves with heart open and freed.
How noble he looks with eyes always bright.

How gracious are his deeds of public good.
How justice leads him to the path aright;
How pure are his thoughts in their native mood;
Conceived in an entight'ned womb of the west;
Lulled and rocked on the white Albion breast;
Attended, nursed by an angelic hand;
Yielded to the love lures of merry band;
Taught and trained with care by a master mind;
Onward he raced leaving rivals behind.
Off and on at leisure he played with mates ;
Never mixed with the naughty whom he hates.
Evangels were brought him by vicar bold;
Soul was sanctified with a sacred hold:
Quick to the thought he caught the ray of Light
Union of ~~Tribune~~ of blissful sight.
Initiated he stood as a rock,
Right Reverend Dean preaching to his flock—;
Eager to hear the sermons in his stock
Ind is his destined field to act,
Civil Department to adorn
Sound duties truly to transact,
Sane laws to deal as Daniel born.
Chattal is proud of such a heart.
Amidst its people mild and meek;
May he mould his mind keen and smart
On all sides genuine truths to seek.
Come, fellow beings, come with glee
The great ideal man to see.
Lower your head before his face;

Anon bend on his traits to trace.
Candid thanks give him for his grace;
Do mark him model of his race.
A single man he lives to date,—
A partner he hath none as mate
Troubles to partake of this earth;
Oh! how unknown to sweets of hearth !
Have you to know this noble name ?—
Enquire Clayton, well known to fame
Find in him a true patron of the poor;
How often for them is open his door;
A voice be raised in chorus for his rise
May guardian Deities keep Clayton wise.

